বাইটকামারি বাহাছ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রিসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা
মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর
পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

বাইটকামারি বাহাছ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ্‌ শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
বশিরহাট 'নবনূর প্রেস'' হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল

সাহায্য মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

বাইটকামারি বাহাছ

—— ::•:: ——

মাওলানা শাহ নুরুদ্দিন ছাহেব উক্ত পুস্তকের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

মছজিদ স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে পূর্ব্ব জামানা হইতেই কোন কোন আলেম জায়েজ ও কোন আলেম নাজায়েজ রাখিয়াছেন।

আমাদের উত্তর ;—

ইহা শাহ ছাহেবের বাতীল কথা, একটী প্রচলিত মছজেদকে বিরাণ করিয়া অন্যত্রে মছজেদ বানান কোন আলেম জায়েজ বলেন নাই, ইহা আল্লাহতায়ালার কোরাণ শরিফে নিষেধ করিয়াছেন।

কোরাণ শরিফে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ;—

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ●

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা প্রধান অত্যাচারি আর কে আছে ?"

আয়তের শেষাংশে আছে ;—

لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب اليم ●

"তাহাদের জন্য দুনইয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য আখেরাতে যন্ত্রনাদায়ক" আজাব আছে।

মছজেদ বিরাণ দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম মছজেদকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা। দ্বিতীয় প্রচলিত মছজেদকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।

আবরাহা বাদশাহ কা'বা গৃহকে ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, আর আমাদের দেশের লোকেরা একটী জোন্দা মছজেদকে বেকার ত্যাগ করিয়া অথবা ভাঙ্গিয়া অন্যত্রে মছজেদ নির্ম্মান করে, উভয় দল উক্ত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইয়া আহান্নামি হইবে।

আমাদের দেশে বলিয়া থাকে, এই বাড়ীটা বিরাণ হইয়া গিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, তথায় কেহ বাস করার মত নাই। যে মছজেদটীকে বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া অন্যত্র মছজেদ করা হইল, উহা কি বিরাণ করা নহে?

তফছিরে জালালাএন, ১৫ পৃষ্ঠা;—

(وسعي في خرابها) بالهدم والتعطيل •

"উহা খারাব করিতে চেষ্টা করিল, খারাবের অর্থ ভাঙ্গিয়া ফেলা কিম্বা বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া।"

তফছিরে বয়জবি, ১১৮২ পৃষ্ঠা;—

(وسعي في خرابها) بالهدم او التعطيل •

"উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কিম্বা বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া উহা বিরাণ করার চেষ্টা করিল।"

হাশিয়ায় জোমাল, ১।২৭ পৃষ্ঠা;—

فالمعنى سعى في ان تخرب هي بنقصها بعدم تعاهدها بالعمارة

"উহার অর্থ উক্ত মছজেদগুলি আবাদ করিতে তত্ত্বাবধান (চেষ্টা চরিত্র) না করায় তৎসমুদয় বিরাণ হইয়া যায়, যে ব্যক্তি এইরূপ চেষ্টা করিল, (তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে?)"

তফছিরে কাশ্শাফ, ১।২০০ পৃষ্ঠা;—

(وسعي في خرابها) بانقطاع الذكر او تخريب المبنى •

"বিরাণ করার অর্থ জেকর (নামাজ বন্দিগী) রহিত হওয়া কিম্বা উহার এমারত ধ্বংস করা।"

তফছিরে ছেরাজোল মনির, ১৮৩ পৃষ্ঠা;—

(وسعى في خرابها) بالهدم او التعطيل •

"উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কিম্বা বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া বিরাণ করার চেষ্টা করিয়াছে।"

তফছিরে রুহোল বায়ান, ১।১৫২ পৃষ্ঠা ;—

فالمراد بالخراب فى قوله و سعي في خرابها تعطيلهم المسجد العرام عن الذكر و العبادة دون تخريبه و هدمه حقيقة و جعل تعطيل المسجد عنهما تخريبا له لان المقصود من بنائه انما هو الذكر و العبادة فيه ـ فما دام لم يترتب عليه هذا المقصود من بنائه صار كانه هدم و خرب اولم يبن من اصله فان عمارة المسجد كما تكون ببنائه و اصلاحه تكون ايضاً بحضوره و لزومه ٭

"আল্লাহতায়ালা وسعى فى خرابها এই স্থলে যে মছজেদ বিরাণ করার কথা বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য—তাহাদের মছজেদোল-হারামকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার রাখা, উহার অর্থ প্রকৃত পক্ষে উহা ধ্বংস করা ও ভাঙ্গিয়া ফেলা নহে। মছজেদকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার করিলেই উহার বিরাণ করা হয়, কেননা উহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহার জেকর ও এবাদত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

"যতক্ষণ উহা প্রস্তুত করার মুখ্য উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত না হয়, ততক্ষণ যেন উহা ধ্বংস ও বিরাণ করা হইল কিম্বা উহা আসলে প্রস্তুত হয় নাই, যেরূপ মছজেদ প্রস্তুত করাতে ও সংস্কার করাতে উহা আবাদ করা হয়, সেইরূপ তথায় উপস্থিত হওয়া ও তথায় উপস্থিতি লাজেম করিয়া লওয়াতে উহা আবাদ করা হয়।"

রুহোল-মায়ানি, ১।২৯১ পৃষ্ঠা ;—

(وسعي في خرابها) اى هدمها و تعطيلها ٭

"বিরাণ করার অর্থ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহা বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।"

হাশিয়ায় শেখ জাদা, ১।৩৩৪ পৃষ্ঠা ;—

و جعل تعطيل المسجد منهما تخريبا له لان المقصود من بنائه انما هو الذكر و العبادة فيه فما دام يترتب عليه هذا المقصود كان معمورا و اذا لم يترتب ما هو المقصود من بنائه صار كانه هدم و خرب ٭

"আল্লাহতায়ালা মছজেদকে জেকর ও এবাদত হইতে বেকার রাখাকে উহা বিরাণ করা স্থির করিয়াছেন, কেননা উহা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য উহাতে

জেকর ও এবাদত করা। যত দিবস এই উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত হয়, তত দিবস উহা আবাদ থাকিবে, আর যখন এই প্রকৃত কর্ম্মের উদ্দেশ্য উহাতে সাধিত না হয়, তখন যেন উহা বিধ্বস্ত ও বিরাণ হইল।"

এইরূপ তাজোত্তফছিরের ২৩ পৃষ্ঠায়, মাদারেকের ১।৫৫ পৃষ্ঠায়, বাহরোমুহিতের ১৷৩৫৮ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল-বায়ানের ১।১৬৬ পৃষ্ঠায় ও আহকামোল-কোরাণের ১।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব বায়ানোল কোরানের ১।৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالی کی مسجدوں میں (جس میں مکہ کی مسجد مدینہ کی مسجد بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجد آگئیں) ان کا ذکر (اور عبادت) کئے جانے سے بندش کرے اور ان (مساجد) کے ویران (اور معطل) ہونے (کے بارہ) میں کوشش کرے *

"আর উক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারি আর কে হইবে যে, খোদা তায়ালার মছজেদগুলিতে (যাহার মধ্যে মক্কার মছজেদ, মদিনার মছজেদ, বয়তুল-মোকাদ্দেছের মছজেদ এবং সমস্ত মছজেদ শামেল হইয়া গেল) তাহার জেক্র ও এবাদত করা হইতে নিষেধ করে এবং উক্ত মছজেদগুলির বিরান ও বেকার হওয়া সম্বন্ধে চেষ্টা করে।"

খোলাছাতোত্তাফাছির, ১৬৬ পৃষ্ঠা ;—

اور بربادی مسجد مستلزم ہے منع کو یعنی جب مسجد منہدم اور ویران ہوگئی نماز اس میں نہ پڑھی جائے گی منع ذکر خود بخود لازم آئیگا اور خرابی عام ہے انہدام اور انسداد سے ہو یا بوجہ ترک نماز و اذان و جماعت یا کسی اور طرح سے اور یہ سب امور ممنوع ہیں *

"আরও মছজেদ বিরান হওয়াতে নিষেধ করা লাজেম হইবে—অর্থাৎ যখন মছজেদ ধ্বংস ও বিরাণ হইয়া যায়, তখন উহাতে নামাজ পড়া যাইবে না, ইহাতে আপনা আপনিই জেকের নিষেধ লাজেম হইয়া যাইবে খারাবি বদ্দেক প্রকারে হইবে, ভাঙ্গিয়া পড়া, দ্বার রুদ্ধ হওয়া,

কিম্বা। নামাজ আজান ও জামায়াত ত্যাগ করা, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হউক, এই সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ।"

উল্লিখিত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ বেকার করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করে, কিম্বা উহার হুকুম দেয়, সেই ব্যক্তি বড় জালেম, তাহার জন্য আখেরাতে দোজখের কঠিন শাস্তি হইবে।

শাহ ছাহেব যে দাবি করিয়াছেন, মছজেদ স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ হইয়াছে, ইহা বাতিল কথা, কোন এমাম উহা জায়েজ বলেন নাই, আল্লাহতায়ালার কোরানের বিরুদ্ধে কেহ এইরূপ বলিলেও অগ্রাহ্য হইবে।

এমাম আজম, এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ (রাঃ) প্রচলিত মছজেদকে বেকার ও বিরান করার আদেশ দেন নাই, ইহা শাহ ছাহেবের বুঝিবার ভুল।

শাহ নুরদ্দিন ছাহেবের বর্ণনা ;—

"মছজিদের স্থান টুকু আল্লাহতায়ালার নিকট কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজিদ বলিয়া মকবুল, সেইস্থান জ্ঞাতসারে অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা মকরুহ।"

আমাদের উত্তর ;—

আপনারা কোরাণের আয়ত হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, উহা বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা হারাম।

আরও তফছিরে এবনো কছির, ১।২৭০ পৃষ্ঠা ;—

قال تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر - وليس المراد بعمارتها زخرفتها واقامة صورتها فقط انما عمارتها بذكر الله فيها واقامة شرعه فيها وتطهيرها عن الدنس والشرك •

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, সেই কেবল আল্লাহতায়ালার মছজেদগুলিকে আবাদ করে।"

মছজেদগুলিকে আবাদ করার অর্থ কেবল তৎসমুদয় সুসজ্জিত করা ও উহাদের বাহ্যদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা নহে, তৎসমুদয় আবাদ করার অর্থ উহাতে

আল্লাহতায়ালার জেকর (নামাজ তছবিহ) করা, তাঁহার পবিত্র কায়েম করা, তৎসমুদয় হইতে না পাকি ও শেরক দূর করা।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মছজেদের স্থান টুকু কেবল অন্য কাজে ব্যবহার না করিলেই ইমানদারের কর্ত্তব্য শেষ হয় না, বরং ইমানদারির চিহ্ন এই যে, উহাকে চিরকাল কায়েম রাখিতে হইবে।

শাহ ছাহেবের বর্ণনা ;—

"মছজেদ প্রস্তুত করা বেহেশতের ঘর খরিদ করার সমান।"

আমাদের উত্তর ;—

কোরাণ হইতে উল্লেখ করা হইল যে, নিশ্চিত মছজেদ বেকার ব্যবহার ত্যাগ করাতে দোজখের ঘর প্রস্তুত করা হইবে।

শাহ ছাহেবের বর্ণনা ;—

"মোছল্লিগণের সুবিধার জন্য সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এবং মহল্লায় মহল্লায় একাধিক মছজিদ প্রস্তুত করা হজরত ওমার (রাঃ)এর আদেশ এবং ছুন্নত।"

আমাদের উত্তর ;—

হজরত ওমার (রাঃ) একটী মছজেদ বিরান করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিতে বলেন নাই, ইহার প্রমাণ কি শাহ সাহেব দেখাইতে পারেন?

হজরত ওমার (রাঃ) কি বলিয়াছেন, তাহা শুন ;—

তফছিরে আহ্মদী, ১১৮ পৃষ্ঠা,—

وعن عطاء لما فتح الله الامصار على عمر رضى الله عنه امر المسلمين ان يبنوا المساجد وان لا يتخذ فى مدينة مسجدين يضار احد هما صاحبه ●

"আতা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সময় আল্লাহতায়ালা সহরগুলিকে ওমার (রাঃ) অধিকারভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি মুছলমানদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন মছজেদ সকল প্রস্তুত করেন এবং এক শহরে এইরূপ দুইটী মছজেদ প্রস্তুত না করেন যে, তন্মধ্যে একটী অপরটীর ক্ষতি সাধন করে।"

ইহাতে বুঝাইতেছে যে, অন্য মছজেদের ক্ষতি হইলে, দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, আর একটী মছজেদ বেকার করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিলে কার্য্যতঃ হারাম হইবে।

মুছাল্লিগণের অসুবিধা হইলে, একটী মছজেদ বাদ দিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা কিরূপে জায়েজ হইবে? ইহা হজরত ওমার (রাঃ) কোথায় বলিয়াছেন?

শাহ ছাহেবের বর্ণনা,—

"যে পর্য্যন্ত কোন (কোন স্থানে) মছজিদ-হিংসামূলক (জেরারান) কিম্বা কুফুরী উদ্দেশ্যে (কোফরান) কিম্বা মোমেনদের ভিতরে দলাদলীমূলক (তাফরিকান) কিম্বা কাফেরদের সহায়তামূলক (এরছাদান) গুপ্ত আশ্রয় স্থান ইত্যাদির কারণ কেতয়াইভাবে প্রমাণিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে জেরার বলা যায় না।"

আমাদের উত্তর ;—

শাহ ছাহেব 'জেরারান' ضرار শব্দের অর্থ হিংসামূলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে।

ছোরাহ নামক অভিধানের ১৯২ পৃষ্ঠায় আছে ;—

ضرارا مضارة گزند رسانیدن জেরারান ও মোজাররাতেন শব্দদ্বয়ের অর্থ অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন করা।

আয়াতের উক্ত অংশের অর্থ—যে মছজেদ ক্ষতি সাধন করার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, কিসের ক্ষতি সাধন করা হইবে।

তফছিরে কবির, ৪।৫১৭ পৃষ্ঠা,—

قال الواحدى قال ابن عباس ، مجاهد ، قتادة ، عامة اهل التفسير رضى الله عنهم الذى اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا ٭

"ওয়াহেদী বলিয়াছেন, এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছিরকারক (রাঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা একটি মছজেদের অনিষ্ট সাধন করার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা ১২ জন মোনাফেক ছিল, তাহারা একটী মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তদ্দ্বারা মছজেদে কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে।"

তফছিরে-এবনো-জরির, ১১।১৬ পৃষ্ঠা ;—

فتاويل الكلام و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٭

আয়তের অর্থ—আর যাহারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মছজেদের অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।"

তফছিরে নায়ছাপুরী, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و عامة اهل التفسير قالوا اثني عشر رجلا بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء ٭

"এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছিরকারক বলিয়াছেন, তাহারা বার জন লোক ছিলেন, এই উদ্দেশ্যে একটী মছজেদ প্রস্তুত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা তাহারা মছজেদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে।"

তফছিরে-মায়ালেম ও খাজেন, ৩।২২০ পৃষ্ঠা ;—

نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا ٭

"এই আয়ত একদল মোনাফেকের জন্য নাজেল হইয়াছিল, তাহারা একটী মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যেন তদ্দ্বারা মছজেদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।"

তফছিরে-হাক্কানি, ৪।২১৮ পৃষ্ঠা ;—

و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا الخ كه اسلام اور مسجد تقوى كو ضرر پهچانے .... ايک مسجد جديد بنائي تهي ٭

"(তাহারা) ইছলাম ও মছজেদে-তাক্ওয়ার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একটী নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল।"

খোলাছাতোত্তাফাছির, ২।২৮৭ পৃষ্ঠা ;—

ضرار سے ضرر مسجد قبا مراد ہے كہ اسكي جماعت ٹوٹے يا ضرر مومنين و اسلام مراد ہے ٭

"জেরারের অর্থ—মছজেদে 'কোবা'র ক্ষতি যেন উহার জমায়াত ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা ইমানদারগণ ও ইছলামের ক্ষতি।"

তফছিরে মোজহারি, ছুরা তওবা, ৮২ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن اسحق و كان الذين بنوه اثنى عشر رجلا بنوا هذا المسجد يضارون به مسجد قبا *

"এবনো ইছহাক বলিয়াছেন, আর যাহারা উক্ত মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা বার জন লোক ছিল, তাহারা এই মছজেদটী এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তাহারা মছজেদে 'কোবা'র ক্ষতি সাধন করে।"

কাজি আবুবকর এবং এবনো-আরাবি ওন্দোলছি 'আহকামোল-কোরাণে'র ১।৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال المفسرون ضرارا بالمسجد *

"তফছিরকারগণ বলিয়াছেন, (উহার অর্থ) মছজেদের অনিষ্ট করা উদ্দেশ্যে (উহা প্রস্তুত করিয়াছিল)।"

এমাম ওয়াহেদী তফছিরে আজিজের ১।৩৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا و هو قوله ضرارا *

"আর ১২ জন মোনাফেক এই উদ্দেশ্যে একটী মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তাহারা মছজেদে-কোবার ক্ষতি সাধন করে, ইহাই 'জেরারাণ' শব্দের অর্থ।"

তাজোত্তাফাছির, ১৮২ পৃষ্ঠা ;—

(ضرارا) مضارة لمسجد قبا *

মছজেদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধনের জন্য (উহা প্রস্তুত করিয়াছিল)।

আর একদল তফছিরকারক উহার অর্থ লিখিয়াছেন, মুছলমানদিগের ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহা তফছিরে আহমদীতে আছে।

তফছিরে রুহল মায়ানি, ৩।৬৭০ পৃষ্ঠা, তফছিরে ছেরাজোল মনির, ১।৬৫০ পৃষ্ঠা, তফছিরে মায়ালেম ও খাজেন, ৩।১২১ পৃষ্ঠা ;—

و عن عطاء لما فتح الله تعالى الامصار على عمر رض امر المسلمين ان يبنوا مساجد و ان لا يتخذوا فى مدينة مسجدين يضار احدهما صاحبه *

"আতা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সময় আল্লাহতায়ালা শহরগুলিকে (হজরত) ওমার (রাঃ)র অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মুছলমানদিগের উপর হুকুম করিয়াছিলেন যে, যেন তাহারা মছজেদ সকল প্রস্তত না করেন যে, তন্মধ্যে একটী অন্যটীর ক্ষতি সাধন না করে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে. অধিকাংশ তফছিরকারকের বিশেষতঃ হজরত এবনো আব্বাছের মতে যে মছজেদ প্রস্তত করিলে, অন্য মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি হয়, উহাই মছজেদে জেরার।

হজরত ওমার (রাঃ) মছজেদে-জেরারের ঐরূপ অর্থ স্থির করিয়া বলিয়াছেন, এক শহরে যেন এইরূপ দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তত না করা হয়, যাহাতে প্রথম মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি হয়।

তফছিরে দোরে'ল-মনছুর, ৩।২৭৭ পৃষ্ঠা ;—

قال خان اهل قباء كانوا يصلون فى مسجد قبا كلهم فلما بنى
ذلك اقصر عن مسجد قباء من كان يحضره و صلوا فيه *

"ছোদী বলিয়াছেন, কোবা অধিবাসিগণ সকলেই কোবার মছজেদে নামাজ পড়িত, তৎপরে যখন উক্ত নূতন মছজেদ নির্ম্মাণ করা হইল, তখন যাহারা প্রথমোক্ত মছজেদে উপস্থিত হইত, উক্ত মছজেদ ত্যাগ করতঃ নূতন মছজেদে নামাজ পড়িতে লাগিল।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মছজেদের জামায়াত কম হইলে, উহার ক্ষতি হইয়া থাকে।

আর জামায়াতের ক্ষতি হইলে, মুছলমানদিগের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং ইছলামের অবনতি হয়, ইহা উহার লাজেমি অর্থ। এই হেতু কতক তফছির-কারক এই লাজেমি অর্থের হিসাবে লিখিয়াছেন যে, মুছলমানদিগের বা ইছলামের ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তত করা হয়, উহা মছজেদে-জেরার।

উপরোক্ত বিবরনে বুঝা যায় যে, যে মছজেদ অন্য মছজেদের অনিষ্ট সাধন করা কিম্বা মুছলমানদিগের অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে প্রস্তত করা হয় উহা মছজেদে জেরার। একটী মছজেদ বিরান করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তত করিলে, উহা স্পষ্ট মছজেদে জেরার হইল, ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? তফছিরকারগণের মধ্যে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে

যে, কোন্ মছজেদের অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, একদল বলেন যে, উহা মছজেদে কোবা, অন্যদল বলেন, উহা মছজেদে-নাবাবি। একটী হাদিছে শেষ মত উল্লিখিত হইয়াছে। হাদিছের ইহাই অর্থ হইবে যে, উহা কেবল মছজেদে-কোবা'র জন্য বিশিষ্ট আদেশ নহে, মছজেদে-নাবাবি ও প্রত্যেক মছজেদের জন্য উহার হুকুম ব্যাপক হইবে।

শাহ সাহেবের বর্ণনা ;—

"কোন মছজিদ এই সকল কারণ ব্যতীত খালেছ নিয়তে আল্লাহর এবাদতের জন্য এবং মুছল্লিগণের সুবিধার জন্য এবং মছজিদের পাক পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হইয়া থাকিলে, তাহা পুরাতন ভিটির উপরে পুনরায় স্থানান্তরিত করা মুছল্লিগণের সকলের একতা এবং সরল ইচ্ছার উপরে (জায়েজ নাজায়েজ) নির্ভর করে।"

আমাদের উত্তর ;—

আল্লাহতায়ালার মছজেদ বেকার করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া স্পষ্ট কোরান অনুযায়ী হারাম ও দোজখের কঠিন শাস্তি লাভের কারণ হওয়া ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, কাজেই ইহা খালেছ নিয়ত হইল না, আল্লাহতায়ালার সহিত জেহাদ করার নিশ্চিত হইল, ছানয়াবাসীগণ মক্কার গৃহ নিজেদের সুবিধা হইবে বলিয়া ছানয়াতে লইয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিল, কাজেই আবরাহার দল খোদার গজবে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। মুছল্লিগণের সুবিধার জন্য কি কা'বা গৃহ, মছজেদে নাবাবি, বয়তুল-মোকাদ্দছ সরাইয়া লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে? আল্লাহতায়ালার মছজেদ বিরান করিয়া অন্য ঘর কায়েম করা জায়েজ নহে, ইহাতে মছজেদের পবিত্রতা রক্ষা করা হইল, না নষ্ট করা হইল? পুরাতন ভিত্তির উপর ঘর কায়েম করা কি, তাহা শুনুন।

দিল্লীর মুফতি সাহেবের ফৎওয়া —

سوال

ایک مسجد آباد کے متولی مسجد اغراض دنیوی کی غرض سے
اس مسجد کو توڑ کر سو قدم یا ہزار قدم فاصلہ پر دوسری مسجد

بنوائي آيا اسطرح مسجد كو ويران كرنا جائز هے يا نهيں - شخص مذكور آية كريمه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها كے وعيد ميں داخل هوگا يا نهيں ؟

الجواب

پهلى قديم مسجد كو توڑكر دوسرى مسجد دوسرى جگهه بنانے والا بهت بڑے سخت گناه كا مرتكب هوگا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الآية كا مصداق بن گيا هے اس پر لازم هے كه اس گناه سے توبه كرے اور پهلي قديم مسجد كو بهي ازسر نو تعمير كرادے فقط •

حبيب المرسلين عفى عنه
نائب مفتي مدرسه امينيه دهلى •

প্রশ্ন

একটী মছজেদ আবাদ রহিয়াছে, মছজেদের মোতাওয়াল্লি দুনইয়াবি লাভের উদ্দেশ্যে সেই মছজেদটী ভাঙ্গিয়া একশত কদম কিম্বা এক সহস্র কদম দূরে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিল, এইরূপ মছজেদ বিরান করা জায়েজ হইবে কি না ?

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে ?"

উক্ত আয়তের ভীতিতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দাখিল হইবে কি না ?

উত্তর

"প্রথম পুরাতন মছজেদকে ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুতকারি অতি কঠিন গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইল, এবং কোরানশরিফের উল্লিখিত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইল। তাহার পক্ষে ওয়াজেব এই যে, সে

যেন এই গোনাহ হইতে তওবা করে এবং প্রথম পুরাতন মছজেদকে নূতন ভাবে প্রস্তুত করে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, পুরাতন মছজেদকে পুনরায় প্রস্তুত করা ওয়াজেব, ইহাতে মুছল্লিগণের একতা ও ইচ্ছার আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তিরা ওয়াজেবি কার্য্য সম্পাদন না করিবে, জাহান্নামি হইবে। ইহাতে শাহ ছাহেবের দাবি বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

শাহ ছাহেবের বর্ণনা ;—

"যে মছলাতে আলেমদের এখতেলাফ আছে, তাহার যে কোন মছলাই আমল যোগ্য।"

আমাদের উত্তর ;—

কোরান শরিফে আছে যে, আল্লাহতায়ালার জেন্দা মছজেদ বিরান করা হারাম, উহা বিরান করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিতে কেহই ফৎওয়া দেন নাই, ইহাতে কোন এখতেলাফ নাই।

আরও এখতেলাফি মছলায় যে কোন মছলা গ্রহণ করা যে জায়েজ, ইহাও বাতীল কথা।

রদ্দোল-মোহতার, ১।৬৬।৬৭ পৃষ্ঠা ;—

لما صرحوا به من ان ما فى المتون مقدم على ما فى الشروح و ما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين او عدم التصريح اصلاً اما لو ذكرت مسئلـــة فى المتون و لم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد افاد العلامة قاسم ترجيح الثانى - و كذا لو كان احدهما ظاهر الرواية و كذا لو كان احدهما قول الاكثرين ●

"ফকিহগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শরা উল্লিখিত মছলাগুলি অপেক্ষা 'মতন' উল্লিখিত মছলাগুলি অগ্রগণ্য হইবে। আরও ফৎওয়া উল্লিখিত মছলাগুলি অপেক্ষা শরা উল্লিখিত মছলাগুলি অগ্রগণ্য হইবে। ইহা ঐ সময় খাটিবে, যে সময় উভয় মছলাটী ছহিহ বলিয়া উল্লিখিত হয়, কিম্বা উভয় মতটী ছহিহ বলিয়া প্রকাশ না করা হয়, কিন্তু যদি মতন সমূহে একটী মছলা উল্লেখ করা হয়, এবং উহা ছহিহ

বলিয়া প্রকাশ না করা হয়, কিন্তু শরা উল্লিখিত মছলা ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তবে আল্লামা কাছেম দ্বিতীয় মতটী প্রবল হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ যদি একটী মত জাহেরে-রেওয়াএত হয়, তবে সেইটী অগ্রগণ্য হইবে। এইরূপ যদি একটী মত অধিকাংশ আলেমের মত হয়, তবে তাহাই অগ্রগণ্য হইবে।"

আরও উহার ১৬৯ পৃষ্ঠা ;—

و مذهب الحنفية المنع عن المجروح حتي لنفسه لكون المجروح صار منسوخا *

"হানাফিদের মত এই যে, জইফ রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেওয়া এমন কি নিজে তদনুযায়ী আমল করা নিষিদ্ধ, কেননা জইফ রেওয়াএত মনছুখের ন্যায় হইয়া গিয়াছে।"

আরও ৬৩ পৃষ্ঠা ;—

ما نقله العلامة بيرى فى اول شرحه علي الاشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة و نصه اذا صح الحديث و كان علي خلاف المذهب عمل بالحديث و يكون ذلك مذهبه و لا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبى *

"আল্লামা বিরি আশবাহ কেতাবের টীকাতে এবনোশ-শোহনার লিখিত হেদায়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি হাদিছ ছহিহ হয় এবং উহা মজহাবের খেলাফ হয়, তবে হাদিছের উপর আমল করিবে এবং উহা উক্ত এমামের মজহাব হইবে এবং তাঁহার মজহাবধারি ব্যক্তি হাদিছের প্রতি আমল করার জন্য হানাফী মজহাব হইতে বাহির হইয়া যাইবে না, কেননা এমাম আজম হইতে- ছহিহ প্রমানিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি হাদিছ ছহিহ হয়, তবে উহা আমার মজহাব হইবে।"

এইরূপ আল্লাহতায়ালার কোরানের বিপরীতে কোন ফৎওয়া গ্রহণ করা জায়েজ নহে।"

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ছুরা বাকারার তফছিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আল্লাহতায়ালা ব্যতীত মোস্তাকেল ভাবে অন্যের তাবেদারি করা কাফেরি। মোস্তাকেল ভাবে অন্যের তাবেদারি করার অর্থ এই যে, তাঁহাকে আহকামের প্রচারক না জানিয়া তাহার আনুগত্যের রজ্জু নিজের গ্রীবাদেশে স্থাপন করে এবং তাহার তকলিদ লাজেম ধারণা করে। তাহার আদেশ আল্লাহতায়ালার আদেশের বিপরীত হওয়া প্রকাশিত হইলেও তাহার তাবেদারি ত্যাগ না করে, ইহাও এক প্রকার শরিক বানান হইবে। যাহা এই আয়তে আছে—"তাহারা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে ও মছিহ বেনে মরয়েমকে রব বানাইয়াছে।"

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৩।২৯৮ পৃষ্ঠা ;—

ছুরা তওবার ৫ রুকুতে আছে,—"তাহারা (য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা) খোদাকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে 'রব' স্থির করিয়াছিল।"

ইহার অর্থ এই যে, তাহারা বিদ্বান ও তাপসগণের তাবেদারি করিয়া আল্লাহতায়ালা যাহা হালাল করিয়াছেন, তাহা হারাম জানিত এবং আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হালাল জানিত, হজরত নবি (সাঃ) হইতে এইরূপ তফছির উল্লিখিত হইয়াছে।

এই আয়ত অনেক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে—যাহারা নিজেদের বিদ্বান ও নেতাদিগের কথার জন্য আল্লাহতায়ালার কোরাণ ও নবি (সাঃ)এর হাদিস ত্যাগ করিয়া থাকে। সত্য মতের তাবেদারি করা সমধিক উপযুক্ত। যখনই উহা প্রকাশিত হয়, মুসলমানের উপর উহার তাবেদারি করা ওয়াজেব, যদিও নিজ এমামের এজতেহাদ উহাতে ভুল করিয়া থাকে।"

উপরোক্ত বিবরণে শাহ সাহেবের মত বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

শাহ সাহেবের বর্ণনা ;—

"এই মসলাতে মৌলানা মমতাজদ্দিন সাহেবের পক্ষে বহু দলীল ও বহু আলেম এবং মাওলানা ফয়েজুল্লাহ চিশতি সাহেবের অল্প সংখ্যক দলিল এবং অল্প সংখ্যক আলেম, এমতাবস্থায় আমার রায় এই যে, বর্ত্তমান জামানায়

মৌলানা মমতাজদ্দিন সাহেবের ফৎওয়া (জোমা ঘর আবশ্যক মত স্থানান্তরিত করা জায়েজ আছে) আবশ্যকীয় এবং গ্রহণযোগ্য।"

আমাদের উত্তর ;—

মাওলানা চিশতী আল্লাহতায়ালার কোরানের আয়ত হইতে মসজেদ ঘর বেকার করিয়া অন্যত্রে লইয়া যাওয়া নাজায়েজ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এমাম মোহম্মদ (রাঃ)র মত হইতে উহা নাজায়েজ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেব প্রচলিত মছজেদকে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়ার কোনই দলীল আনিতে পারেন নাই, বরং যে মসজেদটা বিরান হইয়া রহিয়াছে, উহা স্থানান্তরিত করা জায়েজ কি না, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, যথাস্থলে ইহার আলোচনা আসিতেছে, তিনি ত জেন্দা মছজেদ অন্যত্রে লইয়া যাওয়ার গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারেন নাই, কাজেই মাওলানা চিশতীর দাবি সত্য ও মাওলানা মোমতাজুদ্দিন ও শালিষ শাহ সাহেবের দাবি একেবারে বাতীল।

মাওলানা মোমতাজদ্দিন সাহেবের প্রতিবাদের প্রতিবাদ

চিশতী সাহেবের পবিত্র কোরান শরিফের এই আয়তটা স্থানান্তরিত মছজিদ নাজায়েজের দলীলে উল্লেখ করা একেবারেই ভুল হইয়াছে, কারণ উপরোক্ত আয়তটীর শানে নজুল এবং তাহার অর্থের প্রতি লক্ষ করিলে বুঝা যায় যে, উহা স্থানান্তরিত মছজিদ নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় নাই, বরং উহা ঐ সমস্ত মোশরেক, ইহুদী, নাছারাদের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে—যাহারা নিজেদের গোড়ামী এবং কুফুরী মত প্রবল রাখিবার উদ্দেশ্যে বয়তুল-মোকাদ্দেছ নামক মছজিদটীকে ধ্বংশ করিয়াছিল এবং তাহাতে খোদাতায়ালার জিকির করিতে নিষেধ করিত, কিম্বা মক্কার মোশরেকগণ কাবা শরিফের ঘরে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) কে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিত ইত্যাদি।

আমাদের উত্তর ;—

যদিও এই আয়তটী ইহুদী, খৃষ্টান কিম্বা মক্কার মোশরেকদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তথাচ ইহা প্রত্যেক মছজেদের জন্ত ব্যাপক হইবে।

তফছিরে রুহোল বায়ান, ১।১৪১ পৃষ্ঠা ;—

وصيغة الجمع لكون حكم الآية عاما لكل من فعل ذلك في اى مسجد كان - انه لا عبرة لخصوص السبب *

বহু বচন শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, কোন ব্যক্তি যে কোন মছজেদে এইরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহার জন্য এই আয়তের হুকুম ব্যাপক হইবে, কেননা বিশিষ্ট কারণে নাজেল হওয়ার কথা ধর্ত্তব্য হইবে না।"

তফছিরে-মাদারেক, ১।৫৫ পৃষ্ঠা ;—

(وسعى فى خرابها) بانقطاع الذكر والمراد عن العموم كما اريد العموم بمساجد الله *

"জেকর রহিত হওয়ার চেষ্টা—যে কেহ করিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক মছজেদ লক্ষ্যস্থল হইবে।"

আহকামোল কোরান, ১।১৫ পৃষ্ঠা ;—

الرابع انه كل مسجد وهو الصحيح لان اللفظ عام ورد بصيغة الجمع فتخصيصه ببعض المساجد او فى بعض الازمنة محال *

"চতুর্থ মত এই যে, উহা প্রত্যেক মছজেদের অবস্থা, কেননা শব্দ বহু বচন ভাবে কথিত হওয়ায় ব্যাপক হইয়াছে, বিশিষ্ট মছজেদ কিম্বা বিশিষ্ট জামানার সহিত সীমা বদ্ধ করা অসম্ভব।"

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ১।২৯৬ পৃষ্ঠা —

وظاهر الآية العموم فى كل مانع وفى كل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه ◎

"আয়তের স্পষ্ট অর্থ প্রত্যেক নিষেধকারী ও প্রত্যেক মছজেদের জন্য ব্যাপক হইবে, খাস কারণে উত্তীর্ণ হওয়া উহার বিঘ্ন জন্মাইবে না।"

তফছিরে বয়জবি, ১।১৮১ ১৮২ পৃষ্ঠা ;—

عام لكل من خرب مسجداً او سعى فى تعطيل مكان مرشح للصلوة وان نزل فى الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا اهله او فى المشركين لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل المسجد الحرام عام الحديبية *

"যদিও রুমিদের সম্বন্ধে উহা নাজিল হইয়াছিল—যে সময় তাহারা বয়তুল-মোকাদ্দছে যুদ্ধ করিয়া উহা বিরাণ করিয়াছিল এবং উহার অধিবাসিদিগকে হত্যা করিয়াছিল, কিম্বা মোশরেকদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল—যে সময় তাহারা হোদায়বিয়ার বৎসরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)কে মছজেদোল-হারামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, তবু উক্ত হুকুমটী যে কেহ কোন মছজেদকে বিরান করিয়াছে কিম্বা নামাজের জন্য প্রস্তুত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার জন্য ব্যাপক হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কোন মছজেদ বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা হারাম। মাওলানা চিশতী ইহার দলীল বর্ণনা করিয়াছেন।

মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেবের বর্ণনা ;—

"স্থানান্তরিত মছজেদ যাহা মোছলমানগণ কোন কারণ বশতঃ নামাজ উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন, তাহার কোন কথাই উপরোক্ত আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এস্থলে ঐ আয়ত পেশ করা চিশতী ছাহেবের কেবল মূর্খতা। উক্ত আয়েতের শানে নজুল এবং ভাবার্থ আজমুত-তফছির ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।"

আমাদের উত্তর ;—

চিশতী ছাহেব কেবল মছজিদ স্থানান্তরিত করিলে, একটী মছজেদ বিরাণ করা হইবে, ইহা হারাম হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, বিবাদকারি মাওলানা ছাহেবের বাংলা ভাষার জ্ঞান যথেষ্ট আছে বলিয়া তিনি চিশতী ছাহেবের এবারত হইতে যাহা—না বুঝা যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়া বাতীল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, স্থানান্তরিত মছজেদের কি ব্যবস্থা হইবে, তাঁহা ত উক্ত রেওয়াতে উল্লেখ নাই, প্রতিবাদকারি মাওলানা এই কথাগুলি কোথা হইতে জন্ম দিলেন? চিশতী ছাহেবের দাবি যেরূপ, দলীল সেইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা তাঁহার মূর্খতা নহে, বরং প্রতিবাদকারি মাওলানার বিদ্যার দৌড় ধরা পড়িতেছে। মুছলমানগণ মুছলমানদিগের মধ্যে দল সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সুনাম লাভ উদ্দেশ্যে বা হারাম মালে যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহাও ত নামাজ পড়িবার জন্য করিয়া থাকেন, নামাজ পড়ার জন্য মছজেদ হইলে, কি শরয়ি মছজেদ হইবে? মছজেদ বিরান করা হারাম, এই হারাম কার্য্য করিয়া অন্য মছজেদ করিলে, উহা কেন

মছজেদে-জেরার হইবে না? মছজেদে-জেরারের অর্থ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে অন্য মছজেদের অনিষ্ট সাধনের জন্য যে মছজেদ প্রস্তুত হয়, এই স্থলে একটী মছজেদ ধ্বংস করিয়া অন্য মছজেদ করা হইল, উহাতে কি উহার অনিষ্ট সাধন করা হইল না? অনিষ্ট সাধনের নিয়ত হইলে, মছজেদ-জেরার হইল, আর একেবারে সমূলে ধ্বংস ও অনিষ্ট করিলে, মছজেদে-জেরার হইবে না, ইহা কি জ্ঞানের কথা?

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার তাতেম্মায়-জেলদে-ছানির ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اور دوسری مسجد قریب ہو تو اور مسجد بنانا جائز نہیں اس لئے کہ اس سے پہلی مسجد کی اضاعۃ لازم آتی ہے ۔

"যদি দ্বিতীয় মছজেদ নিকটে থাকে, তবে অন্য মছজেদ বানান জায়েজ নহে, যেহেতু ইহাতে প্রথম মছজেদ নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য।"

হজরত ওমারের আদেশ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অধিকাংশ আলেমের মতে উহাই মছজেদে-জেরার।

মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেবের বর্ণনা;—

"উক্ত আয়তে বুঝাযায় যে, মছজেদ ধ্বংশ করা ও উৎসন্ন করা নিষিদ্ধ, ইহাতে বুঝা যায় যে, এই এবারত স্থানান্তরিত মছজেদ নাজায়েজের দলিল নহে, কারণ স্থানান্তরিত করিয়া মছজেদকে কেহ বিরাণ বা ধ্বংস করে না, বরং উহাতে আবাদ করিয়া থাকে এবং এবাদত করে। কাজেই উহা পেশ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।"

আমাদের উত্তর;—

চিশতী মাওলানা মছজেদ বিরাণ করা হারাম হওয়ার দলীল উল্লেখ করিয়াছেন। আর আমি এক মছজেদ বিরাণ করিয়া অন্য মছজেদ বানান নাজায়েজ হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

দোরেরাল-মোখতারে আছে;—

كل ما ادى الى ما لا يجوز لا يجوز ۔

"যে কার্য্যে নাজায়েজ কার্য্যের উৎপত্তি করিয়া দেয়, তাহাও নাজায়েজ হইবে।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, উহা চিশতী সাহেবের অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে, বরং প্রতিবাদকারী মাওলানার বুঝিবার ভুল।

মাওলানা মোমতাজুদ্দিন ছাহেবের বর্ণনা ;—

চিশতী ছাহেব আলমগিরির ৪৪৪ পৃষ্ঠা হইতে দলীল আনিয়াছেন ;—

"যদি কোন মহাল্লায় একটী মছজিদ থাকে, তথাকার অধিবাসীদের পক্ষে উহাতে স্থান সঙ্কুলান না হয়, এবং তাহারা উক্ত মছজিদের আয়তন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম না হয়, এইহেতু কোন প্রতিবেশী তাহাদের নিকট আবেদন করিল যে, তাহারা যেন উক্ত মছজিদটী তাহার অধিকার ভুক্ত করিয়া দেয়; যাহাতে সে ব্যক্তি উহা আপন বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন এবং তৎপরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি তাহাদিগকে তদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিবেন, তন্মধ্যে মহাল্লাবাসীদের স্থান সঙ্কুলান হইবে। এমাম মোহাম্মদ বলিয়াছেন উহা তাহাদের পক্ষে জায়েজ হইবে না।"

উপরোক্ত ফৎওয়ার এবারতে বুঝা যায় যে, ইহাও স্থানান্তরিত মছজিদ নাজায়েজের দলিল নহে, বরং উহা মছজিদের পরিবর্ত্তে অন্য জায়গায় এওয়াজ দিয়া মছজিদটী নিজ বাটীতে পরিণত করা জায়েজ কি না, এমাম মোহাম্মদ (রাঃ) তাহাই নাজায়েজ বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন।

আমাদের উত্তর ;—

এমাম মোহাম্মদ (রাঃ) এর কথায় বুঝা যায় যে, একটী মছজেদকে বিরান করিয়া বাড়ীর শামীল করা ও উহা অন্যত্রে বানান উভয় নাজায়েজ কারণ এস্থলে দুইটী বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইতেছে প্রথম একটী মছজেদকে বাড়ীর শামীল করিয়া লওয়া এবং দ্বিতীয় তৎপরিবর্ত্তে অন্য একটী স্থান মছজেদের জন্য স্থির করা, তিনি উভয় বিষয় নাজায়েজ বলিয়াছেন। যদি একটী নাজায়েজ ও দ্বিতীয়টী জায়েজ হইত তবে তিনি পৃথক পৃথক ব্যবস্থা দিতেন। মাওলানা এইরূপ বাতীল কথা প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে গোমরাহ করিতে চাহেন ?

মাওলানার উক্তি ;—

চিশতী ছাহেব এত বড় পণ্ডিত যে, পরিবর্ত্তন এবং নকল মধ্যে কি প্রর্থক্য তাহাও এপর্যান্ত বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া পরিবর্ত্তন নাজায়েজের ফৎওয়াকে স্থানান্তরিত নাজায়েজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।"

আমাদের উত্তর ;—

একটী মছজেদের স্থান অন্তকে দিয়া দ্বিতীয় স্থান মছজেদের জন্ত গ্রহণ করা এবং একটী মছজেদকে বিরান করিয়া অন্ত স্থানে মছজেদ প্রস্তুত করা (স্থানান্তরিত করা) একই বিষয় হইল, ইহার মধ্যে কোন প্রর্থক্য নাই। এতদুভয়ের মধ্যে প্রর্থক্য প্রমাণ করিতে যাওয়া সত্যকে পদদলিত করা নহে কি? মাওলানা হইয়া এইরূপ কূটার্থ গ্রহণ করিয়া শরিয়ত ধ্বংশ করার চেষ্টা করা কি প্রশংসার কথা?

মাওলানার উক্তি ;—

"তৎপর ফৎওয়ায় হুজ্জাত হইতে যে এবারত নকল করিয়াছেন, তাহা হইতেও মছজিদ নকল নাজায়েজ বুঝায় না, তাহাতে কেবল মাত্র এই বুঝায় যে, পুরাতন মছজিদের আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া নূতন মছজিদে ব্যয় করা ইমাম আবুইউছফের মতানুযায়ী দোরস্ত নহে ইহা দ্বারা নকল নাজায়েজ বুঝাও চিশতী সাহেবের বিদ্যার পরিচায়ক।"

আমাদের উত্তর ;—

এস্থলে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন স্থানে দুইটী মছজেদ ছিল একটী পুরাতন ও দ্বিতীয়টী নূতন, কালের পরিবর্ত্তনে পুরাতনটী বিরাণ হইয়া যায় অর্থাৎ উহাতে কেহ নামাজ পড়েনা, এক্ষেত্রে পুরাতন মছজেদের আসবাব পত্র (ইষ্টক প্রস্তর, কাষ্ঠ, ইত্যাদি) বিক্রয় করিয়া নূতন মছজেদে ব্যবহার করা যায় কি না?—উহা জায়েজ হইবে না, এমাম আবু-ইউছফ বলেন, উহা কখনও মালিকের অধিকার ভুক্ত হইবে না এই মতের উপর ফৎওয়া হইবে। এস্থলে মাওলানা চিশ্‌তী উহা মছজেদ নকল (স্থানান্তরিত) করা সংক্রান্ত দলীল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৎপরে তিনি মছজিদ স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ হওয়ার দলীল বাহরোর-রায়েক ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাজেই প্রতিবাদক মাওলানার পক্ষে গড়িয়া পিটিয়া একটী আজগবি কথা বাহির করিয়া উহার প্রতিবাদ করা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে কি?

মাওলানার উক্তি ;—

"সর্ব্বশেষে চিশতী সাহেব লিখিয়াছেন যে নিশ্চয় স্থানান্তরিত মছজিদ জেয়ারের মধ্যে গণ্য হইবে। আর মছজেদে-জেরারে পঠিত নামাজ

মকরুহ তহরিমি বা নিকটতম হারাম হইবে। আর সেই নামাজ তোমাদিগকে দোজখে দাখিল করিয়া দিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

আমাদের উত্তর ;—

বাইটকামারি বাহাছের সরল মীমাংসা পুস্তকে চিশতী সাহেবের ফৎওয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহাতে উল্লিখিত কথাগুলি নাই প্রতিবাদকারি সাহেব কোথা হইতে উক্ত কথাগুলি জন্ম দিলেন? যতক্ষণ উহা তাঁহার ফৎওয়াতে দেখাইতে না পারেন, ততক্ষণ ইহার জওয়াব দেওয়া জরুরি নহে।

একটী চলতি মছজেদ বেকার ছাড়িয়া দিলে, যে দোজখের কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে, আর উহা যে নূতন করিয়া প্রস্তত করা ওয়াজেব, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার 'তাতেম্মায় জেলদে-ছানির' ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اگر دوسری مسجد قریب هو تو اور مسجد بنانا جائز نهیں هے
اس لئے که اس سے پهلی مسجد کی اضاعة لازم آتی هے لیکن اگر
بن جاوے تو اس کا منهدم کرنا اور بی ادبی کرنا جائز نهیں اور
ایسی مسجد کی مثال ایسی هے جیسے مغضوب کاغذ پر اگر قرآن
لکها جاوے تو نه اسکی بی ادبی درست نه اسمیں تلاوت درست هے •

"যদি দ্বিতীয় মছজেদ নিকটে থাকে তবে অন্য মছজেদ প্রস্তত করা জায়েজ নহে, কেননা ইহাতে প্রথম মছজেদ নষ্ট হওয়া লাজেম হয়, কিন্তু যদি প্রস্তত হয়, তবে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ও বে-আদবি করা জায়েজ নহে। এই মছজেদের দৃষ্টান্ত এই, যেরূপ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া কাগজের উপর যদি কেহ কোরান লেখে, তবে উহার সহিত বে-আদবি করা দোরস্ত নহে এবং উহা তেলাওয়াত করা জায়েজ নহে।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, একটী মছজেদ বিরান করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তত করা জায়েজ নহে, ও উক্ত মছজেদে নামাজ পড়া জায়েজ নহে।"

আরও ইতিপূর্ব্বে একটী মছজেদ অন্য মছজেদের ক্ষতিকর হইলে, উহা যে নাজায়েজ মছজেদ তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে :

মাওলানার উক্তি ;—

"চিশতী সাহেবের স্থায় কোরান হাদিছে অনভিজ্ঞ লোকের কোন প্রকার ফৎওয়া দেওয়া একেবারেই ভুল, কেননা তিনি বুঝেন না যে. মছজেদে-জেরার কাহাকে বলে, জেরার অর্থ কি? এবং তাহা কোন্ কোন্ মছজিদের উপর খাটান যাইতে পারে। পবিত্র কোরান শরীফে যে মছজিদটীকে জেরার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বোধ হয় সেরূপ মছজিদের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে দুনইয়ায় নাই।"

আমাদের উত্তর ;—

মাওলানা চিশতীর লেখাতে অনভিজ্ঞতার কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেবের স্থায় অভিজ্ঞ ফৎওয়াদাতাগণের ফৎওয়া এই যে, খোদার মছজেদ একটু ছুতা-নেতা ধরিয়া স্থানান্তরিত করা যায়, এই বাতীল ফৎওয়া দ্বারা বাংলা আসামের সহস্রসহস্র জেন্দা মছজেদ বিরান হইয়া গিয়াছে, শত সহস্র মছজেদ খোদার দরবারে রোদন ক্রন্দন করিয়া এইরূপ নর্ম্মম মৌলবি মাওলানাদের উপর বদদোয়া করিতেছে, এজন্য খোদার আরশ কম্পিত হইতেছে, খোদার কোপ অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে এইহেতু বাংলার আলেমসমাজের এজ্জত সম্ভ্রম এইরূপ ধূলায় ধুসরিত হইতেছে। মাওলানা চিশতী ছাহেব আল্লাহতায়ালার সহস্র সহস্র বিরাণ মছজেদকে কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন, ইন্না লিল্লাহ অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন, ইহাই কি অনভিজ্ঞতা হইল? তিনি জীবিত থাকিলে এতদিবস প্রতিবাদকারিদের যথোচিত প্রতিবাদের শিক্ষা লোকে দেখিয়া লইতেন।

আত্মগরিমায় বিভোর মাওলানা নিজেই মছজেদে-জেরারের অর্থ জানেন না, আমি ইতিপূর্ব্বে তফছিরে কবির, নায়ছাপুরি, মায়ালেম, খাজেন, হাক্কানি, এবনো জরির, তাবারি, মোজহারি, আহকামোল-কোরাণ, আজিজ, তাজোত্তা-ফাছির এবং অধিক সংখ্যক বিদ্বানের মত ইত্যাদি হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, অন্য মছজেদের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহাই মছজেদে-জেরার। মছজিদের অনিষ্ট হইলে, ইছলামের কিম্বা মুছলমানগণের শক্তি খর্ব্ব হয়, এই হেতু কেহ কেহ উহার লাজেমি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। হজরত ওমার (রাঃ) জেরারের এইরূপ অর্থ বুঝিয়া এক মছজেদের ক্ষতিকর

অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, প্রতিবাদ-কারি মাওলানা নিজেই জেরারের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই! আল্লাহতায়ালা নাজায়েজ মছজেদের চারিটী লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, উহার একটী যে মছজেদে পাওয়া যাইবে, উহা নাজায়েজ মছজেদ হইবে।

তফছিরে এবনো জরির, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;—

عن ليث ان شقيقا لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر فقيل له مسجد بني فلان لم يصلوا بعد فقال لا احب ان اصلى فيه فانه بني على ضرار و كل مسجد بني ضراراً او رياء او سمعة فان اصله ينتهي الى المسجد الذى بني علي ضرار ◎

"লাএছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, শকিক মছজেদে বনি-আমরে নামাজ পড়েন নাই, ইহাতে তাহাকে বলা হইয়াছিল, অমুক সম্প্রদায়ের মছজেদ, এখনও তাহারা নামাজ পড়েন নাই। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি উহাতে নামাজ পড়া পছন্দ করি না, কেননা উহা ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর যে কোন মছজেদ ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে, লোক দেখান বা শুনান উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, উহার মূল উক্ত মছজেদের নিকট উপস্থিত হইবে—যাহা ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল।"

তফছিরে নায়ছাপুরী, ১১।১৮ পৃষ্ঠা ;—

"চারিটী কারণে উহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, প্রথম ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় নবি (ছাঃ) বা ইছলামের প্রতি কোফর করা উদ্দেশ্যে, তৃতীয় ঈমানদারগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করা উদ্দেশ্যে, কেননা তাহারা ইচ্ছা করিয়াছিল যে, মছজেদে-'কোবা'তে উপস্থিত হইবে না, ইহাতে তাহাদের জামায়াত কম হইয়া যাইবে। চতুর্থ যে আবু আমের ইতিপূর্ব্বে আল্লাহ ও রাছুলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিক্ষা করণ উদ্দেশ্যে।"

তৎপরে উহার ১১।২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

قال الذى كل مسجد بني علي التقوى فانه يدخل فيه - و ايضاً كل مسجد بني مباهاة او رياء او سمعة او لغرض سوى ابتغاء وجه الله او بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد الضرار ◎

"কাজি বলিয়াছেন, যে কোন মছজেদ পরহেজগারির উপর প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা মছজেদে-তাক্‌ওয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর যে কোন মছজেদ গৌরব লাভ, লোক দেখান বা শুনান উদ্দেশ্যে, কিম্বা আল্লাহ-তায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কিম্বা হারাম অর্থে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, উহা মছজেদে-জেরারের হুকুম প্রাপ্ত হইবে।"

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৩।৩৭০ পৃষ্ঠা ;—

يستفاد من الآية ايضاً علي ما قيل النهي عن الصلاة في مساجد بنيت مباهاة او رياء او سمعة او لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى و الحق بذلك كل مسجد بني بمال غير طيب و روى شقيق ما يؤيد ذلك و روى عن عطاء لما فتح الله الامصار علي عمر رضي الله تعالى عنه امر المسلمين ان يبنوا المساجد و ان لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار احدهما صاحبه *

"কতক বিদ্বানের মতে উক্ত আয়ত হইতে এইরূপ মছজেদগুলিতে নমাজ নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়—যাহা গৌরব লাভ, লোক দেখান, শুনান কিম্বা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে কোন মছজেদ নাপাক অর্থে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাও উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। শকিক হইতে যাহা রেওয়াএত করা হইয়াছে, তাহাও উক্ত মতের সমর্থন করে। আতা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, আল্লাহতায়ালা যখন শহরগুলিকে হজরত ওমার (রাঃ)র অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি মুসলমানদিগকে মছজেদ সকল প্রস্তুত করিতে এবং এক শহরে এইরূপ দুইটি মছজেদ প্রস্তুত না করিতে যাহার একটী অপরের অনিষ্ট সাধন করে, আদেশ করিয়াছিলেন।"

মোওয়াহেবে-তাফছির, ২।২৮৮ পৃষ্ঠা ;—

پس جس مسجد میں یہ سب یا بعض وصف دلائل ظاہرہ و وجوہ مسلمہ سے پائے جائیں وہ مسجد نہیں *

"যে মছজেদে এই সমস্ত ছেফাত (চারিটি বিষয়) কিম্বা কোন একটী ছেফাত স্পষ্ট প্রমাণ ও সর্ব্ববাদি সম্মত প্রকারে পাওয়া যায়, উহা মছজেদ হইবে না।"

সমস্ত দেশে সমস্ত সময়ে অন্য মছজেদের ক্ষতি করা বা মুসলমানদিগের মধ্যে দল সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে শত শত মছজেদ প্রস্তুত হইতেছে, কাজেই নাজায়েজ মছজেদের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে পাওয়া যাইবে না কেন ?

মাওলানার উক্তি ,—

"যে মছজেদটী মদিনার মোনাফেকগণ আবুআমের নাছারা পাদ্রীর কুপরামর্শে মছজিদ নাম দিয়া কেবল মোছলমানদিগের সহিত শত্রুতা বাধাইয়া ভবিষ্যতে এছলামের অস্তিত্ব দুনিয়া হইতে লোপ করিবার ধারনায় হারকেল বাদশার নিকট সাহায্য চাওয়ায় পরামর্শের ঘর মছজেদ নাম দিয়া উঠাইয়াছিল, উহা কখনও প্রকৃত মছজিদের নিয়াতে উঠাইয়াছিল না, এই জন্য খোদা উহা ধ্বংশ করিতে আদেশ নাজেল করিয়াছেন. এবং তাহাতে হজরতকে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন।"

আমাদের উত্তর ;—

আল্লাহতায়ালা নাজায়েজ মছজেদের চারিটী লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন. প্রতিবাদকারী মাত্র একটী লক্ষণ উল্লেখ করিলেন, আর তিনটী হজম করিলেন কেন ? সেই তিনটীর মধ্যে দুইটি সর্ব্বদা পাওয়া যায়, ইহা গোপন করা কি আলেমের পক্ষে শোভনীয় ?

মাওলানার উক্তি ;—

বর্ত্তমানে যাহারা শরিয়তানুযায়ী কোন কারণ বশতঃ মছজিদ স্থানান্তরিত করিয়া অন্য যায়গায় উঠাইয়া নামাজ পড়ে তাহা কেবল এবাদতের নিয়তেই মছজেদ উঠাইয়া থাকে তাহাতে ইছলাম ধ্বংসের কুপরামর্শ করার নিয়ত কাহারও থাকে না. এইরূপ মছজিদ মছজিদে-জেরার কিরূপে হইতে পারে এবং ইহাকে কোন্ মূর্খ মছজিদে জেরার বলিবে। যিনি কোরান হাদিছে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি কখনও এইরূপ বলিতে সাহসী হইবেন না! কেবল চিশতীর ন্যায় পীর পরস্ত খাবাখরা লোকের পক্ষে উহা শোভা পায়।"

আমাদের উত্তর ;—

আল্লাহতায়ালা গুরুগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি একটী প্রচলিত মছজেদকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করে, সে বড় জালেম ও দোজখের শাস্তি ভোগের যোগ্য। ইহা বহু তফছির হইতে প্রমাণ করিয়াছি।

মাওলানা-আশরাফ আলী থানাবি ছাহেব 'তাতোম্মায়-হানিয়া, এমদাদোল-ফাতাওয়ার ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ایک مسجد کا قصداً منہدم کرنا دوسری مسجد کے لئے کس طرح جائز ہو سکتا ہے ●

"অন্ত মছজেদের জন্ত একটী মছজেদকে স্বেচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলা কিরূপে জায়েজ হইবে?"

আল্লাহতায়ালার মছজেদের অবমাননা করা খোদার সহিত যুদ্ধ করা নহে কি? ইহাতে কি ইছলাম ধ্বংশ হয় না? এইরূপ পরামর্শ দাতা মৌলবিগণ একাধারে আমরাহার স্তায় খোদার সহিত লড়াই করিলেন না'ত কি? ইছলামের ধ্বংশ সাধন করিলেন না'ত কি?

একজন লোক অন্ত লোকের জামিন কাড়িয়া লইয়া উহাতে কিম্বা সুদের জাম ও অর্থে এবাদতের নিয়তে মছজেদ প্রস্তুত করিল, ইহা কি জায়েজ মছজেদ হইবে? কেহ দলা-দলি করিয়া এবাদতের উদ্দেশ্তে মছজেদ করিল, উহা কি জায়েজ মছজেদ হইবে?

এই কেতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় মৌলবি আবদুল মজিদ সাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

اگر از بنای مسجد جدید تخریب مسجد قدیم باشد هر آینه بنایش منهی عنه باشد ●

"যদি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করাতে পুরাতন মছজেদ বিরাণ হইয়া যায়, তবে নিশ্চয় উহা প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইবে।"

একটী মছজেদের অনিষ্ট করিয়া অন্ত মছজেদ প্রস্তুত করা যে মছজেদে-জেরার, ইহা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিয়াছি, ইহা মূর্খতা নহে, পীর, পরস্তি নহে, বরং ইহা খোদা পরস্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রতিবাদকারী মাওলানার ফৎওয়া ,—

"প্রশ্ন—ওজুর পানীর অভাব ও অসুবিধা, পাক পাকিজা রক্ষার, এমাম ও মুকতাদিগণের মসজেদে যাওয়া আসার রাস্তার সুবিধা, জমাত বড় হওয়া, মছজেদ বড় করা, পূর্ব্ব যায়গায় স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায়, দুর্গন্ধ ও অপবিত্র যায়গায় থাকায়, আসবাব পত্র চুরির ভয়, নদী ভাঙ্গার ভয়, পাঞ্জেগানা নামাজের আজান বা জামায়াত না হওয়া ও মহাল্লা-বাসিগণ অন্যত্র যাওয়ার ইত্যাদি, কারণ সকলে একমত হইয়া খরচে শরীক হইয়া মছজেদ স্থানান্তরিত করিয়া যদি সকলে একযোগে সেই স্থানান্তরিত মসজেদে জুমার নামাজ আদায় করে, তাহা হইলে এই স্থানান্তরিত মছজেদে নামাজ জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর—উপরে লিখিত কারণ বশতঃ মসজেদ স্থানান্তরিত করিলে, তাহাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, ইহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের উত্তর ;—

মুফতি সাহেব সত্য গোপন করতঃ গোলেমালে ফৎওয়া দিয়া অদ্ভুত ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। প্রথম মছলা এইযে, জেন্দা মছজেদকে বিরাণ করিয়া ফেলা কি? দ্বিতীয় মছলা, একটী মছজিদ বিরাণ করিয়া দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা কি? তৃতীয় মছলা, দ্বিতীয় মছজেদে নামাজ পড়া কি?

প্রথম মছলার উত্তর ;—

দিল্লীর মুফতি ছাহেবের ফৎওয়াতে ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম পুরাতন মছজেদকে ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয় মছজেদ দ্বিতীয় স্থানে প্রস্তুতকারি অতি বড় কঠিন গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে।

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها *

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম (জেকর-বন্দিগী) করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং উহা বিরাণ করার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে?" উক্ত ব্যক্তি ঐ আয়তের লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। তাহার পক্ষে ওয়াজেব এই যে, এই গোনাহ হইতে তওবা করে এবং প্রথম পুরাতন মছজেদকে নূতন করিয়া প্রস্তুত করে।

এক্ষনে-ছাহারান পুরের মুফ্তির ফৎওয়া শুনুন ;—

جو مسجد کہ شرعاً مسجد بن چکی ہے اسکو بلا ضرورت شدیدہ منہدم کرنا جائز نہیں اور ضرورت شدیدہ مثلاً تنگی و کہنگی وغیرہ کی وجہ سے توڑ کر از سر نو تعمیر کرنا جائز ہے لیکن ویران کرنا کسی حالت میں جائز نہیں - لقوله تعالی و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها الخ قال البیضاوی تحت قوله مساجد الله عام لکل من خرب مسجداً او سعی فی تعطیل مکان مرشح للصلوة الی ان قال تحت قوله تعالی فی خرابها بالهدم و التعطیل ۞

"যে মছজেদটী শরিয়ত অনুযায়ী মছজেদরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা কঠিন জরুরত ব্যতীত ভাঙ্গিয়া ফেলা জায়েজ নহে, কঠিন জরুরত যথা— স্থান সঙ্কুলান না হওয়া, পুরাতন হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু কোন অবস্থাতে বিরাণ করা জায়েজ নহে, কেননা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার মছজেদে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দিয়াছে এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে।" বয়জবি প্রণেতা مساجد الله এর তফছিরে বলিয়াছেন, যে কেহ কোন মছজেদ বিরাণ করিয়াছে এবং নামাজের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই হুকুম ব্যাপক হইবে। আরও তিনি فی خرابها এর তফছিরে বলিয়াছেন, বিরাণ করার দুই অর্থ—ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।"

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا الله عنه
معین المفتی مدرسه مظاهر علوم - سهارنپور *

মহমুদ গাঙ্গুহি
সহঃ মুফতি মাদ্রাছা
মাজাহেরোল-উলুম
ছাহারান পুর।

দেওবন্দ ও কলিকাতা মাদ্রাছার মুফতিদ্বয়ের ফৎওয়া শুনুন ;—

کسی مسجد کو ویران کرنا بلا شبہہ و من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ الایۃ کے اندر داخل و حرام ہے - جو جگہہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے اسکا حفاظت مسلمانوں پر واجب ہے ۔

کتبہ احقر محمد شفیع غفر لہ خادم دارا لافتاء دار العلوم دیوبند ۔

الجواب صحیح

(شمس العلماء) محمد یحیی غفر عنہ

(ہیڈ مولوی مدرسہ عالیہ کلکتہ)

'কোন মছজেদ বিরাণ করা বিনা সন্দেহে و من اظلم الخ উক্ত আয়তের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম কার্য্য। যেস্থানে একবার মছজেদ প্রস্তুত হইয়াছে, উহা চিরকালের জন্য মছজেদ থাকিবে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা মুছলমানদিগের উপর ওয়াজেব।"

মোহম্মদ শফি,
খাদেম-দারোল-এফতায়
দারোল-উলুম-দেওবন্দ।

মোহঃ এহইয়া,
শামছোল-ওলামা, হেড মৌলবি
কলিকাতা মাদ্রাছায়
আলিয়া।

প্রতিবাদ কারি একটী মছজেদ বিরান করা যে হারামে-কৎয়ি, ইহা গোপন করিলেন কেন ? ইহা গোপন করাতে লোকে বুঝিতেছে যে মছজেদ বিরান করা জায়েজ, পুরাতন মছজেদ নূতন করিয়া প্রস্তুত করা যে ওয়াজেব, ইহা গোপন করিলেন কেন ?

ওজুর পানির অভাব ও অসুবিধা মক্কা ও মদিনার মছজেদে ও আরফার ময়দানে হইয়াই থাকে, তাহাই কি মক্কা ও মদিনার মছজেদে ও হজ্বের ময়দান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ? এই অভাবের জন্য কোন মছজেদ বিরাণ করা জায়েজ হওয়া কোরান, হাদিছ ও ফেকহের কেতাবে কোথায় আছে ?

মক্কার গৃহে কোরাএশগণ ৩৬০ টী পুতুল স্থাপন করিয়া অপবিত্র করিয়াছিল, এজিদের সৈন্য-সামন্ত মদিনার মছজেদকে ঘোড়ার আস্তাবল

বানাইয়াছিল, তাই বলিয়া উক্ত মছজেদ পাক রাখিতে চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে, না উহা স্থানান্তরিত করিতে হইবে?

এমাম মোক্তাদিদিগের মছজেদে যাতায়াতের রাস্তার অসুবিধা বর্ষাকালে বহু স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াই থাকে, ইহার জন্য মছজেদ স্থানান্তরিত করিলে, সহস্র সহস্র মছজেদ বেকার হইয়া যাইবে, আর এই অজুহাতে মছজেদ স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া কোন্ কেতাবে আছে? যদি এইরূপ অসুবিধা হইয়াই থাকে, তবে সকলকে সাধ্যানুযায়ী এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে। মদিনা শরিফের পথে চোর দস্যুর ভয় আছে বলিয়া কি উহা স্থানান্তরিত করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে হইবে? মক্কা ও মদিনার মছজেদে হজ্জের মউসুমে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া কি উক্ত মছজেদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বড় মছজেদ বানাইয়া জমাত বড় করিতে হইবে? আবশ্যক হইলে, মছজেদ দুই তিন তালা করিতে পারা যায়, একান্ত অসম্ভব হইলে, নূতন মছল্লিগণের জন্য নূতন মছজেদ করিতে হইবে। তাহাই বলিয়া কি পুরাতন মছজেদ নষ্ট করিয়া দোজখ খরিদ করিতে হইবে? মছজেদে স্থান সঙ্কুলান না হইলে, উহা বিরাণ করিয়া দেওয়ার মছলা কোথায় আছে? দুর্গন্ধ ও অপবিত্র স্থানের পার্শ্বে প্রথম হইতে মছজেদ প্রস্তুত না করা উচিত ছিল, মছজেদ প্রস্তুত হওয়ার পরে এইরূপ হইয়া থাকিলে, যথা সম্ভব উহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাই বলিয়া কি খোদার মছজেদ ধ্বংস করিতে হইবে?

শত্রুরা যদি খোদার মছজেদে কোন অপবিত্র বস্তু ফেলিয়া দেয় তবে কি মছজেদ সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে? কাবাতুল্লাহতে হজরত ছাঃ) নামাজ পড়িতে ছিলেন, কাফেরেরা তাঁহার শরীরে উটের নাড়ি-ভূড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল। আবু দাউদের হাদিছে আছে—মদিনার মছজেদে কুকুরে প্রস্রাব করিত। হজরত (ছাঃ) উহা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উহা সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা দেন নাই। ইহার জন্য মছজেদ সরাইয়া লওয়ার ফৎওয়া কোথায় আছে?

মক্কা ও মদিনার ঘরে চোরেরা হাজিদের জিনিষ পত্র জুতা ইত্যাদি চুরি করিয়া থাকে, ইহাতে কি উহা সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে?

এই অজুহাতে উহা সরাইয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় আছে? নদী ভাঙ্গার ভয়ে উহা সরাইয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় আছে? যখন উহা নদী গর্ভে চলিয়া যাইবে, তখন উহা আপনি আপনি বিরাণ হইবে, কাজেই তখন অন্যত্রে মছজিদ লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে। অনেক স্থলে নদী ভাঙ্গার ভয় থাকা সত্বেও ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ মছজেদ নষ্ট হয় নাই দেখিতে পাওয়া যায়। মওতের ভয় প্রত্যেকের আছে বলিয়া কি দুনিয়ার সব কাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে?

যদি মছজেদে পাঞ্জগানা নামাজ ও আজান না হওয়ায় উহার মছজিদ হওয়া বাতীল হইয়া যায়, তবে বলি, এজিদের দলের অত্যাচারে মছজেদে নাবাবীতে কয়েক দিবস আজান ও নামাজ হয় নাই, ইহাতে কি উহার মছজেদ হওয়া বাতীল হইয়া গিয়াছে? মক্কা ও মদিনার চারি পার্শে অনেক মছজেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্তে নিয়মিতরূপে আজান ও নামাজ হয় না, কিন্তু কোন মুফতি ত তৎসমস্ত সরাইয়া লইয়া যাইতে ফৎওয়া দেন নাই। অবশ্য পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানদিগের পক্ষে ওয়াক্তিয়া নামাজ ও আজানের ব্যবস্থা করা জরুরি, ক্ষমতা থাকিতে কেহ ইহা না করিলে, গোনাহগার হইবে, তাহাই কি বিরান করার ফৎওয়া দিতে হইবে?

মহাল্লাবাসিগণ তথা হইতে একেবারে চলিয়া গেলে, যদি কোন জনপ্রাণী উহার নিকটে না থাকে, তবে উহা আপনা আপনি বিরাণ হইয়া যাইবে, উহা কি করিতে হইবে, ইহার জওয়াব পরে লেখা হইবে।

একা মছজেদ বিরাণ করিলে, একা দোজখে জ্বলিবে। সকলে মিলিয়া উহা বিরাণ করিলে, সকলে দোজখে গমণ করিবে। যে কার্য্য হারাম উহা সকলে মিলিয়া করিলে, কি জায়েজ হয়? বিজ্ঞ মাওলানার মতে সকলে মিলিয়া চুরি ডাকাতি ও জেনা করিলে, কি জায়েজ হইবে? সকলে মিলিয়া এক যোগে হারাম কার্য্য করিলে, বরং জগতে হারামের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সত্বর সত্বর খোদার গজব নাজেল হইয়া থাকে। যে মাওলানা এইরূপ খোদার ঘর বিরাণ করার ফৎওয়া দেন তাহারা কেন দোজখে জ্বলিবেন না, ইহার কএফিএত দিতে হইবে না কি?

সকলেই হারাম অর্থে প্রস্তুত মছজেদে নামাজ পড়িলে, কি উহা জায়েজ মছজেদ হইয়া যাইবে ?

কোবার জেয়ার মছজেদ প্রস্তুত কারিগণ সকলে মিলিয়া উহা প্রস্তুত করিয়া সকলে উহাতে নামাজ পড়িতেছিল, উহা জায়েজ হইল না কেন ?

দ্বিতীয়, এক মছজেদ প্রস্তুত করিলে, অন্য মছজেদের ক্ষতি হইলে, উহা যে নাজায়েজ, ইহা কোরান ও হজরত ওমারের কথা, মাওলানা লাক্ষ্ণৌবি ও মাওলানা থানাবির কথা হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি।

উহাতে নামাজ পড়িলে, যে গোণাহ হয় তাহাও থানাবি মাওলানার ফৎওয়া হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি।

তৎপরে মাওলানা, শামী কেতাবের তৃতীয় জেলদ হইতে মছজেদ স্থানান্তরিত করার যে দলীল উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এই ;—

فی جامع الفتاوی لهم تحويل المسجد الى مكان آخر ان تركوه حيث لا يصلي فيه ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه فی مسجد آخر سائحانی (رح) ٭

"জামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে, যদি লোকেরা একটী মছজেদ এই অবস্থাতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে যে, উহাতে নামাজ পাঠ করা হয় না, তবে তাহাদের পক্ষে উক্ত মছজেদটী অন্যত্রে লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে। আর তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রাচীন জীর্ণ-শীর্ণ মছজেদ বিক্রয় করা জায়েজ হইবে, যাহার প্রস্তুতকারি অজ্ঞাত এবং উহার মূল্য অন্য মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে। ইহা ছায়েহানি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা রদ্দোল-মোহতারের নূতন ছাপার ৩।৫১২ পৃষ্ঠায় আছে।

মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, কোন মছজেদ ভগ্ন হইয়া গেলে, উহা স্থানান্তরিত করা উপরোক্ত দলীল হইতে বুঝা যায়, ইহা বাতীল দাবি, কারণ উহা ত উক্ত মছজেদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—যাহা মুছলমানদিগের অন্যত্রে চলিয়া যাওয়ার জন্য ও মহাল্লাটী বিরাণ হইয়া যাওয়ার জন্য একেবারে বিরাণ হইয়া রহিয়াছে, বা প্রাচীন

কালে কোন জীর্ণ শীর্ণ মছজেদ বিরাণ হইয়া রহিয়াছে, কেহ উহার সংস্কারকারী বর্ত্তমান নাই। আর যে মছজেদের মোতাওয়াল্লি বা সংস্কারকারী বর্ত্তমান আছে, মুছলমানদিগের আবাদীর মধ্যে স্থায়ী আছে, উহা ভাঙ্গিয়া গেলে, স্থানান্তরিত করার কথা উক্ত ছায়েহানি (রঃ) বলেন নাই। দ্বিতীয় ছায়েহানির মত মজহাবের এমামগণের ও অধিকাংশ ফকিহর মতের বিপরীত, ছায়েহানি কোন আহলে-তরজিহ ফকিহ নহেন। দোর্রোল-মোখতার, শামী, বাহরোর-রায়েক, আলমগিরি ইত্যাদি হইতে আমার এই দাবি সপ্রমাণ হয়।

দোর্রোল-মোখতারে আছে ;—

لو خرب ما حولـه و استغنى عنه يبقي مسجدا عند الامام و الثاني ابدأ الي قيام الساعة و به يفتي حاوى القدسى *

"যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বিরাণ হইয়া যায় এবং উক্ত মছজেদ লোকদের উপকারে না আসে, তবে উহা এমাম (আবু হানিফা) ও (এমাম) আবু ইউছফের মতে কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজেদ থাকিয়া যাইবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

ইহা হাবিল-কুদছিতে আছে।"

আল্লামা শামী রদ্দোল মোহতারের ৩,৫১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(و لو خرب ما حوله الخ) اى و لو مع بقائه عامرا و كذا لو خرب و ليس له ما يعمر به و قد استغني الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله عند الامام و الثاني) فلا يعود ميراثا و لا يجوز نقله و نقل ماله الي مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه اولا و هو الفتوى حاوى القدسي و اكثر المشائخ عليه مجتبى و هو الا وجه فتح اه بح *

"অর্থাৎ যদি মছজেদের [illegible] (কায়েম) থাকা সত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী মহাল্লা বিরাণ হইয়া যায়, এইরূপ [illegible] মছজেদ ধ্বংস হইয়া যায়, এবং উহা মেরামত করার কোন উপায় না থাকে এবং অন্য মছজেদ প্রস্তুত করার জন্য লোকদের উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত মছজেদের দরকার না হয়, তবে উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না, উক্ত মছজেদ এবং উহার মাল

আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, লোকেরা উহাতে নামাজ পড়ুন, আর নাই পড়ুন, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্যমত, ইহা হাবিল-কুদছিতে আছে। অধিকাংশ ফকিহ এই মতের উপর আছেন। ইহা মোস্তাবা কেতাবে আছে। ফৎহোল-কদিরে ইহাকে সমধিক যুক্তি-যুক্ত মত বলা হইয়াছে।

বাহরোর-রায়েকে আছে ;—

قال ابو یوسف هو مسجد ابدا الی قیام الساعة لا یعود میراثا و لا یجوز نقله و نقل ماله الی مسجد آخر سواء کانوا یصلون فیه اولا و علیه الفتوی کذا فی الحاوی القدسی ٭

"আবু ইউছফ বলিয়াছেন, উক্ত বিরাণা মছজেদ কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মছজেদ থাকিবে, উহা উত্তরাধিকারিদের পরিণত হইবে না, উক্ত মছজেদ ও উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, লোকেরা উহাতে নামাজ পড়ুন, আর নাই পড়ুন, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা হাবিল-কুদছিতে আছে।"

আলমগিরি, ২।৪৪৫ পৃষ্ঠা ;—

فی فتاوی الحجة لو صار احد المسجدین قدیما و تداعی الی الخراب فاراد اهل السکة بیع القدیم و صرفه فی المسجد الجدید فانه لا یجوز اما علي قول ابي یوسف رحمه الله تعالی فلان المسجد و ان خرب و استغني عنه اهله لا یعود الي ملك الباني (الي) و الفتوی علي قول ابي یوسف رحمه الله تعالی انه لا یعود الي ملك مالك ابدا كذا في المضمرات ٭

"ফাতাওয়াল-হোজ্জাতে আছে, যদি উভয় মছজেদের একটী পুরাতন হইয়া ধ্বংস মুখে পতিত হইয়া যায়, তৎপরে মহাল্লা-বাসিগণ পুরাতন মছজেদ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য নূতন মছজেদে ব্যয় করিতে চাহে, তবে উহা জায়েজ হইবে না, (এমাম) আবু ইউছফের মতে এইহেতু জায়েজ হইবে না যে, মছজেদ বিরান হইয়া গেলেও এবং তথাকার অধিবাসিগণের উহার আবশ্যক না হইলেও উহা নির্ম্মাণকারির অধিকার ভুক্ত হইবে না।......

আবু ইউছফের মতে যে, কখনও উহা কোন মালেকের অধিকার ভুক্ত হইতে পারিবে না, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ছায়েহানি (রঃ) বিরানা মছজেদ স্থানান্তরিত করার পক্ষে মত দিয়াছেন, আর ইহা যে মজহাবের এমাম-গণের মতের বিপরীত বলিয়া গ্রহণীয় হইবে না, তাহা পরে প্রমাণ সহ লিখিব, কিন্তু তিনি মেজ্জা মছজেদ শহীদ করার কথা বলেন নাই।

তৎপরে মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেব বাইটকামারির ১৯-২১ পৃষ্ঠায় রদ্দোল-মোহতারের ৩।৫১৪ পৃষ্ঠায় এবারত নকল করিয়া লিখিতেছেন,— "অতএব শামী হইতে যে সমস্ত প্রমাণ দেওয়া হইল তাহা দ্বারাই এই বুঝা যায় যে কোন কারণ বশতঃ মহাল্লার সমস্ত লোক একমত হইয়া কোন মছজেদকে স্থানান্তরিত করিলে, তাহা করা দুরস্ত এবং উহাতে নিঃসন্দেহে নামাজ পড়া জায়েজ এবং কোন মছজেদের আসবাব পত্র অবিকল কিম্বা বিক্রয় করিয়া অন্য মসজেদে ব্যয় করাও জায়েজ।"

ইহা একেবারে বাতীল দাবি, আল্লামা শামী উহা লেখেন নাই, তিনি ত উহার ৩।৫১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

في الخانية رباط بعيد استغنى عنه المارة و بجنبه رباط آخر
قال السيد الامام ابو شجاع تصرف غلته الى الرباط الثاني
كا المسجد اذا خرب و استغني عنه اهل القرية فرفع ذلك الي
القاضي فباع الخشب و صرف الثمن الى مسجد آخر جاز ٭

"কাজিখানে আছে, একটী পান্থশালা দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, উহা পথিকদের উপকারে আসেনা, উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে দ্বিতীয় একটী পান্থ-শালা আছে, ছৈয়দ এমাম আবু শোজা বলিয়াছেন, উহার আমদানি দ্বিতীয় পান্থশালায় ব্যয় করা হইবে, যেরূপ একটী মছজেদ বিরাণ হইয়া গিয়াছে, গ্রামবাসিগণের উহার আবশ্যক হইতেছে না। এই ব্যাপার কাজির নিকট উপস্থিত করা হইল, ইহাতে তিনি কাষ্ঠগুলি বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য অন্য মছজেদে ব্যয় করিলেন, ইহা জায়েজ হইবে।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

نقل فی الذخیرة عن شمس الائمة الحلوانی انه سئل عن مسجد او حوض خرب و لا یحتاج الیه لتفرق الناس عنه هل للقاضي ان یصرف اوقافه الی مسجد او حوض آخر فقال نعم ٭

"জখিরা কেতাবে শামছোল-আয়েম্মায়-হোলওয়ানি হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, একটী মছজেদ কিম্বা হাওজ বিরাণ হইয়াছে এবং লোকেরা তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, এইহেতু উহার প্রয়োজন হইতেছে না, কাজির পক্ষে উহার অকৃফগুলি অন্য মছজেদ কিম্বা হাওজে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ জায়েজ হইবে।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

فی فتاوی النسفی سئل شیخ الاسلام عن اهل قریة رحلوا و تداعی مسجدها الی الخراب و بعض المتغلبة یستولون علی خشبه و ینقلونه الی دورهم هل لواحد لاهل المحلة ان یبیع الخشب بامر القاضی و یمسك الثمن لیصرفه الی بعض المساجد او الی هذا المسجد قال نعم ٭

"ফাতাওয়ায় নাছাফিতে আছে, শায়খোল-ইছলাম জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, এক পল্লীবাসিগণ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, এবং তথাকার মছজেদটী বিরাণ হইয়া গিয়াছে, এবং কতক পরাক্রমশালী লোকেরা উহার কাষ্ঠগুলি অন্যায় ভাবে অধিকার করিয়া লইয়া নিজেদের গৃহে স্থানান্তরিত করিতেছিল, এক্ষেত্রে পল্লীবাসিদিগের একজনের পক্ষে কাজির অনুমতি লইয়া কাষ্ঠ গুলি বিক্রয় করা এবং উহার মূল্য অন্য কোন মছজেদে কিম্বা এই মছজেদে ব্যয় করার জন্য গচ্ছিত রাখা জায়েজ হইবে কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন হাঁ জায়েজ হইবে।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

حکی انه وقع مثله فی زمن سیدنا الامام الاجل فی رباط فی بعض الطرق خرب و لا ینتفع المارة به و له اوقاف عامرة فسئل هل یجوز نقلها الی رباط آخر ینتفع الناس به قال نعم لان الواقف غرضه انتفاع المارة و یحصل ذلك بالثانی ٭

"কথিত আছে, আমাদের ছৈয়দ এমাম আজ্জামের জামানায় কোন পথের একটী পান্থশালাতে ঐরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, তদ্দ্বারা পথিকদের কোন উপকার হইত না এবং উহার জন্য কতকগুলি স্থায়ী অক্ফ সম্পত্তি ছিল, ইহাতে তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, উক্ত জায়েদাদের আয়গুলি লোকদের উপকারে আসে এই উদ্দেশ্যে অন্য পান্থশালায় স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে কি না? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ জায়েজ হইবে, কেননা অক্ফকারির উদ্দেশ্য পথিকদিগের উপকৃত হওয়া, দ্বিতীয় পান্থশালা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।"

আরও তিনি লিখিয়াছেন ;—

و قد وقعت حادثة سئلت عنها فی امیر اراد ان ینقل بعض احجار مسجد خراب فی سفح قاسیون بدمشق لیبلط بها صحن الجامع الاموی فافتیت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالی ثم بلغنی ان بعض المتغلبین اخذ تلك الاحجار لنفسه فندمت علی ما افتیت به ●

"একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম, একজন আমির দামেশকের কাছিইউন পর্ব্বত পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত একটী বিরাণা মছজেদের কতক প্রস্তর স্থানান্তরিত করিয়া 'জামেয়ে-আমাবি'র মছজেদের প্রাঙ্গণে বিছাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে আমি শারাম্বালালীর অনুসরণ করিয়া নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলাম, তৎপরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, কতক প্রতাপশালী লোক উক্ত প্রস্তরগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। তখন আমি নিজের ফৎওয়ার জন্য লজ্জিত হইলাম।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, ছৈয়দ এমাম আবু-শোজা' বিরাণা মছজেদের কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য অন্য মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহাও শরিয়তের কাজির অনুমতি লইয়া, তাঁহার বিনা অনুমতিতে জায়েজ হইবে না।

শামছোল-আএম্মায়-হোলোওয়ানি ফৎওয়া দিয়াছেন, শরিয়তের কাজি বিরাণা মছজেদের বা হাওজের অক্ফের জায়েদাদ গুলির আয় অন্য মছজেদে বা হাওজে ব্যয় করিতে পারেন, অন্য কেহ পারেন না। শায়খোল-ইছলাম

ফৎওয়া দিয়াছেন যে, যে বিরাণা মছজেদের কাষ্ঠগুলি অত্যাচারিরা আত্মসাৎ করিতে থাকে, তৎসমস্ত বিক্রয় করিয়া সেই মছজেদে বা অন্য মছজেদে ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু কাজির অনুমতি লইয়া করিতে হইবে।

আল্লামা শামী দেমাশকের কাছিইউন পর্ব্বতের উপরিস্থ বিরাণ মছজেদের কতকগুলি প্রস্তরের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

একেত্রে এই মছলাতে মতভেদ হইয়াছে, দ্বিতীয় বিরাণা মছজেদ ভাঙ্গিয়া লওয়ার কথা নহে, বরং উহার কতক কাষ্ঠ বা পাথর স্থানান্তরিত করার কথা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে জেন্দা মছজেদ শহীদ করার কথা'ত নাই, কাজেই মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেবের এই দাবি যে, কোন কারণ বশতঃ মহাল্লার সমস্ত লোক একমত হইয়া কোন মছজেদকে স্থানান্তরিত করিলে, তাহা করা দুরস্ত এবং উহাতে নিঃসন্দেহে নামাজ পড়া জায়েজ, উক্ত দলীলগুলিতে নাই, তাঁহার এই দাবি নিজের কল্পনা। খোদার কোরানে এইরূপ মছজেদ বিরাণ করা হারাম ও দোজখের কার্য্য এবং এক মছজেদ নষ্ট করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিলে, উহা জেরার হইবে, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, আমি ইতিপূর্ব্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি।

মোছাল্লামোছ-ছবুতে আছে ;—

مقدمة الحرام حرام

আরও দোরেরোল-মোখতারে আছে ;—

و كل ما ادى الي ما لا يجوز لا يجوز

"যে কার্য্য হারাম ও নাজায়েজ কার্য্যের উৎপত্তি করে, উহা হারাম ও নাজায়েজ।"

মছজেদ বিরাণ করা হারাম, আর পুরাতন মছজেদ বিরাণ করিয়া যে নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা হইল, উহা উক্ত নিয়ম অনুসারে হারাম ও নাজায়েজ হইবে।

মাওলানা থানাবি ছাহেব তাতেম্মায়-ছানিয়া ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ২২।১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

প্রশ্ন—কি বলেন, দীনের আলেমগণ ও শরিয়তের মুফতিগণ এই মছলা সম্বন্ধে যে, একটী মছজেদে পল্লীবাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান হয় না, এবং

উহার চতুর্দ্দিকে স্থান পাওয়া যায় না, কিম্বা স্থান পাওয়া যায়, কিন্তু লোকদের এইরূপ শক্তি নাই যে, এত টাকা মূল্য দিয়া উহা খরিদ করিয়া পরে তথায় মছজেদ প্রস্তুত করে, কেননা বহু টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহারা উহা ব্যয় করার শক্তি রাখেন না। অবশ্য তাহারা দ্বিতীয় স্থানে এই ভাবে প্রশস্ত মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারেন যে, প্রথম মছজেদের কাষ্ঠ ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় মছজেদে ব্যবহার করেন, নচেৎ দ্বিতীয় মছজেদ অতি কষ্টেও প্রস্তুত হইতে পারে না। এইক্ষেত্রে পল্লীবাসিগণ নিজেদের পল্লীতে প্রথম মছজেদের আছবাব পত্র আরও কিছু টাকা-কড়ি দিয়া নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারেন কি না? যদি পারেন, তবে প্রথম মছজেদের স্থান কিরূপে হেফাজতে রাখিতে হইবে, দলীল সহ বর্ণনা করিবেন।

الجواب

ایک مسجد کا قصداً منہدم کرنا دوسری مسجد کے لئے کسطرح جائز ہوسکتا ہے - دوسری مسجد سادہ خالي از تکلفات بنالیں جسقدر کي وسعت ہو تا کہ سہولت سے تیار ہو جاوے *

"স্বেচ্ছায় এক মছজেদকে অন্য মছজেদের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলা কিরূপে জায়েজ হইবে? শক্তিতে যেরূপ কুলায়, সেই পরিমাণ জাকজমক হীন অবস্থায় সাদা ভাবে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিবে যেন সহজে উহা প্রস্তুত হইতে পারে।"

মজমুয়া-ফাতাওয়ায়—লাক্ষ্ণৌবি, ১।২৪৩ পৃষ্ঠা ;—

কি বলেন, দীনের আলেমগণ এই মছলা সম্বন্ধে যে, একটী পুরাতন মছজেদের প্রাচীরগুলি পোক্তা ও মেহরাব মওজুদ আছে এবং মুসলমানদিগের মহাল্লার আবাদিতে বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে উহার প্রাচীর নষ্ট ও শহীদ করিয়া উহার পাঁচ সাত গজ নিকটে নূতন মছজেদ প্রস্তুত করা এবং পুরাতন মছজেদের ইট ও চূণ নূতন মছজেদে লাগান জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর

যে মছজেদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং উহার মেরামত ও সংস্কার করার সুযোগ না হয়, এবং অন্য মছজেদ নিকটে থাকার জন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে উক্ত মছজেদের প্রয়োজন হয় না, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মছজেদের আছবাব পত্র অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা ছহিহ মজহাব ও মোফতা-বিহি রেওয়াএত অনুসারে জায়েজ নহে, যেরূপ ফাজেলে-রাব্বানি হাছান শারাম্বালালী 'ছায়াদাতোল-মাজেদ-বেএমারাতোল-মাছাজেদ' কেতাবে লিখিয়াছেন, মাদ্রাছার অক্‌ফগুলি স্থানান্তরিত করা এবং অক্‌ফকারির শর্ত্তগুলির পরিবর্ত্তন করা এবং এইরূপ মছজেদ স্থানান্তরিত করা মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ নহে। ইহার বিবরণ এই যে, আল্লামা শেখ জয়েম 'বাহরোর-রায়েকে' বলিয়াছেন, যদি মছজেদ বিরান হইয়া যায়, এবং উহা আবাদ (সংস্কার) করার কোন উপায় না থাকে, এবং অন্য মছজেদ প্রস্তুত করার জন্য উক্ত মছজেদের প্রয়োজন হইতেছে না, কিম্বা মছজেদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু পল্লী বিরাণ হইয়া গিয়াছে, তথাকার অধিবাসিগণ স্থানান্তরে গমণ করার জন্য উক্ত মছজেদ বিরাণ হইয়া গিয়াছে, এবং লোকদিগের উক্ত মছজেদের প্রয়োজন হইতেছে না। (এমাম) মোহম্মদ বলেন, উহা অক্‌ফ-কারির অধিকারভুক্ত হইবে। (এমাম) আবু ইউছুফ বলিয়াছেন, উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মছজেদ থাকিবে, উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না, উক্ত মছজেদ ও উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না। লোকেরা উহাতে নামাজ পড়ুন, আর নাই পড়ুন, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে। এইরূপ হাবিল-কুদছিতে আছে। মোজতাবা কেতাবে আছে, অধিকাংশ ফকিহ আবু ইউছফের মতাবলম্বন করিয়াছেন। ফৎহোল-কদিরে আবু ইউছফের মতকে প্রবল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বিশেষতঃ যে পুরাতন মছজেদের প্রাচীরগুলি ও অন্যান্য আছবাবপত্র বর্ত্তমান আছে, এবং উহা আবাদীর মধ্যে আছে, এইরূপ মছজেদকে ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার আছবাবপত্র অন্য মছজেদে ব্যবহার করা কোন মতেই জায়েজ হইবে না, বরং উহার ভগ্নকারি কোরানের নিম্নোক্ত আয়তের কঠোর

ভীতির লক্ষ্যস্থল হইবে—আয়তটীর অর্থ এই—"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দেয় এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে?"

উক্ত মজনুয়া-ফাতাওয়া, ২।২১৭ পৃষ্ঠা ;—

اگر از بنای مسجد جدید ضرر و تخریب مسجد قدیم باشد هرآینه بنایش منهی عنه باشد قال البغوی و قال عطاء لما فتح الله علی عمر الامصار امر المسلمین ان یبنوا المساجد و امرهم ان لا یبنوا فی مدینتهم مسجدین یضار احدهما الآخر ٭

"যদি নূতন মোছজেদ প্রস্তুত করিলে, পুরাতন মছজেদের বিরান ও ক্ষতি হওয়ার কারণ হয়, তবে অবশ্য উহা নিষিদ্ধ হইবে। বাগাবি বলিয়াছেন, আতা বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় আল্লাহতায়ালা শহরগুলিকে (হজরত) ওমারের অধিকার ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মুছলমানদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহারা যেন মছজেদ প্রস্তুত করেন, আরও তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের শহরে এরূপ দুইটী মছজেদ প্রস্তুত না করেন যে, এতদুভয়ের একটী অন্যটীর ক্ষতি সাধন করে।"

মাওলানা থানাবী ছাহেব ফাতাওয়ায়-এমদাদীয়ার জেলদে-ছানির তাতেম্মার ১৩০ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন ;—

اگر دوسری مسجد قریب ہو تو اور مسجد بنانا جائز نہیں - اس لئے کہ اس سے پہلی مسجد کی اضاعۃ لازم آتی ہے لیکن اگر بن جاوے تو اس کا منہدم کرنا اور بی ادبی کرنا جائز نہیں - اور ایسی مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مغصوب کاغذ پر ایک قرآن لکھا جاوے تو نہ اسکی بی ادبی درست ہے نہ اسمیں تلاوت درست ہے ٭

"যদি দ্বিতীয় মছজেদ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, কেননা ইহাতে প্রথম মছজেদ নষ্ট করা লাজেম হইয়া পড়ে, কিন্তু যদি উহা প্রস্তুত হইয়া যায়, তবে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার সহিত বেয়াদবী করা জায়েজ নহে। এইরূপ মছজেদের দৃষ্টান্ত যেরূপ অপহৃত

কাগজে কোরান লেখা, যদি ইহা করা হয়, তবে উহার সহিত বে-আদবি করা জায়েজ নহে কিম্বা উহা তেলাওয়াত করা জায়েজ নহে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, জেন্দা মছজেদ বিরাণ করিয়া অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে। উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে লাগান জায়েজ নহে, এবং সেই নূতন মছজেদে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ (মকরূহ তহরিমি)। আর অধিকাংশ মোফাছছেরিন হজরত ওমারের মতে উহা আসল মছজেদে-জেরার। এইরূপ মছজেদ বানাইলে, দোজখে দাখিল হওয়াও সত্য মত।

পাঠক, মাওলানা মোমতাজদ্দিন ছাহেব শামী কেতাবের তরজমা করিতে জাল করিয়াছেন। উহাতে আছে, দেমাশকের কাছিইউন পর্ব্বতের পৃষ্ঠোপরিস্থ বিরাণ মছজেদের কতক পাথর স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম। এস্থলে তিনি বিরানা শব্দ হজম করিয়া ফেলিয়াছেন, কেন তিনি উহা লেখেন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি যে লিখিয়াছি যে, পুরাতন মছজেদের কাষ্ঠ, পাথর, ইট ইত্যাদি আছবার পত্র স্থানান্তরিত করাতে মতভেদ হইয়াছে; ইহার কারণ এই যে, যে আল্লামা শামী উহা জায়েজ হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন, তিনি রদ্দোল-মোহতারের ৩।৫১৪ পৃষ্ঠায় এমাম আবুশোজা ও শামছোল-আয়েম্মায় হোলওয়ানি হইতে বিরাণ মছজেদের কাষ্ঠগুলি ও অকফ সম্পত্তির আয় অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়ার মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

و للشرنبلالي رسالة في هذه المسئلة اعترض فيها ما في المتن تبعا للدرر بما مر عن الحاوي وغيره ثم قال و بذلك تعلم فتوى بعض مشائخ عصرنا بل و من قبلهم كالشيخ الامام امين الدين بن عبد العال و الشيخ الامام احمد بن يونس الشبلي و الشيخ زين بن نجيم و الشيخ محمد الوفائي فمنهم من افتى بنقل بناء المسجد و منهم من افتى بنقله و نقل ماله الى مسجد آخر وقد مشى الشيخ الامام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتي به من عدم نقل بناء المسجد و لم يوافق المذكورين اه •

"শারাম্বালালীর এই মছলা সম্বন্ধে একখানা ছোট কেতাব আছে, মতনে (তনবিরোল-আবছারে) দোরার কেতাবের অনুসরণে যে উহা স্থানান্তরিত

করা জায়েজ হওয়ার যে মত লিখিত হইয়াছে, উক্ত শারাম্বালালী উল্লিখিত হাবি প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে তুমি আমাদের জমানায় কতক ফকিহ, বরং তাঁহাদের পূর্ব্বের কয়েক জন যথা—শেখ আমিনদ্দিন বেনে আবদুল আল, শেখ এমাম আহমদ বেনে ইউনছ শালবি, শেখ জয়েন বেনে নজিম, শেখ মোহম্মদ অফায়ি, ইহাদের কেহ কেহ মছজেদের এমারত এবং কেহ কেহ উক্ত মছজেদ এবং উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করার ফৎওয়া দিয়াছেন। তুমি ইহাদের ফৎওয়ার অবস্থা অবগত হইতে পারিবে, (অর্থাৎ মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত)। নিশ্চয় শেখ এমাম মোহম্মদ বেনে ছেরাজদ্দিন হানুতি মছজেদের এমারত স্থানান্তরিত না করা, এই ফৎওয়া-গ্রাহ্য মতের অনুসরণ করিয়াছেন, এবং উল্লিখিত আলেমদের মতের সমর্থন করেন নাই।"

আরও আল্লামা শামী, উহার ৩।৫১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

قال في البحر وبه علم ان الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول ابي يوسف في تأبيد المسجد اه والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير بخلاف انقاضه لما قدمنا عنه قريبا من ان الفتوى على ان المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر ۝

"বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, ইহাতে জানা গেল যে, মছজেদের অসংলগ্ন বস্তুগুলি সম্বন্ধে মোহম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ও মছজেদ চিরস্থায়ী থাকার জন্য আবু ইউছোফের মতের ফৎওয়া হইবে। আল্লামা শামী বলেন, অসংলগ্ন বস্তুগুলির অর্থ ফানুছ, চেটাই। পক্ষান্তরে উহার ভগ্ন কাষ্ঠ, পাথর ইট ইত্যাদির ব্যবস্থা পৃথক, কেননা আমি ইতি-পূর্ব্বে উক্ত বাহরোর-রায়েক হইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, ফৎওয়া গ্রাহ্য মত এই যে, মছজেদ উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না এবং উহা ও উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না।"

আরও তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

لكن علمت ان المفتي به قول ابي يوسف انه لا يجوز نقله ونقل ماله الي مسجد آخر كما مر عن الحاوي ۝

"কিন্তু তুমি জানিতে পারিয়াছ যে, নিশ্চয় আবু ইউছফের মতই ফৎওয়া গ্রাহ্য, উহা এই যে, মছজেদ এবং উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, যেরূপ হাবি হইতে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।"

যদিও কোন্ কোন্ আলেম বিরাণ মছজেদের আছবাব পত্র অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করিতে ফৎওয়া দিয়াছেন, কিন্তু উহা মজহাবের এমামগণের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত।

দোর্রোল-মোখতারে আছে ;—

يفتي بقول الامام علي الاطلاق ثم بقول الثاني ثم بقول الثالث ○

"সর্ব্বতোভাবে এমাম আজমের, তৎপরে এমাম আবু ইউছফের তৎপরে এমাম মোহম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।"

আর আপনারা অবগত হইয়াছেন, এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছফের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা জায়েজ নহে। কাজেই ছায়েহানি, শেখ আমিনদ্দিন এমাম আহমদ বেনে ইউনছ, শেখ জএন বেনে নজিম, শেখ মহম্মদ বেনে অকায়ি ও আল্লামা-শামীর মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

দ্বিতীয় বিরানা মছজেদ স্থানান্তরিত করা মতনের মত, আর জায়েজ হওয়া শরাহ বা ফাতাওয়ার মত।

আল্লামা-শামী রদ্দোল-মোহতারের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

صرحوا من ان ما في المتون مقدم علي ما في الشرح و ما الشرح مقدم علي ما في الفتاوی ○

"ফকিহগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মতনের কেতাবগুলির উল্লিখিত মত শরহ উল্লিখিত মত অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে, শরাহ উল্লিখিত মত ফাতাওয়া উল্লিখিত মত অপেক্ষা সমধিক অগ্রগণ্য হইবে।"

মতনে বিরাণা মছজেদ স্থানান্তরিত করা না জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে, কাজেই শরাহ ও ফাতাওয়ার কেতাবের জায়েজ হওয়ার মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আরও আল্লামা-শামী উহার ১।৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و كذا لو كان احدهما قول الاكثر, بين لما قدمناه عن الحاوي

"এইরূপ যদি উভয় মতের মধ্যে একটী অধিকাংশ আলেমের মত হয়, তবে তাহাই অগ্রগণ্য হইবে, ইহা আমি ইতিপূর্ব্বে 'হাবি' হইতে উল্লেখ করিয়াছি।"

আর আপনারা অবগত হইয়াছেন যে, অধিক সংখ্যক ফকিহ বিদ্বানের মতে বিরানা মছজেদ স্থানান্তরিত করা জায়েজ নহে, কাজেই অল্প সংখ্যক আলেমের জায়েজ হওয়ার মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এইহেতু মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবি 'মজমুয়া-ফাতাওয়ার' ১।২৫।২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

প্রশ্ন

এক বিরাণা পল্লীতে দুইটী মছজেদ ছিল, তন্মধ্যে একটী বর্ষার জন্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টী উহার নিকট স্থায়ী আছে, তথাকার অধিকাংশ পল্লীবাসী শিয়া মতাবলম্বী, উক্ত পল্লীটী একেবারে বিরাণ হইয়া গিয়াছে, উহার আবাদ হওয়ার কোন উপায় ধারণায় আসে না। এক্ষেত্রে ধ্বংস প্রাপ্ত মছজেদের আছবাবপত্র লইয়া অন্য মছজেদের মেরামত কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে কি না? কিম্বা অন্য আবাদ পল্লীতে উক্ত আছবাব পত্রের দ্বারা অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর

"কতক ফকিহ যেরূপ কাজিখান নিজ ফাতাওয়াতে, মোল্লা খছরু 'দোরারে' গুজি 'তনবিরোল-আবছারে' এইরূপ ক্ষেত্রে লিখিতেছেন যে, যদি মছজেদ বরাণ হইয়া যায় এবং উহার আবাদ করার কোন উপায় না থাকে, তবে উহার আছবাব-পত্র অন্য মছজেদের মেরামতের জন্য স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা জায়েজ নহে, কেননা ধ্বংস প্রাপ্ত মছজেদের আছবাব অকফের বস্তু এবং অকফের বস্তুতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ (তছরুফ) করা জায়েজ নহে। মুছলমানদিগের পক্ষে ওয়াজেব যে, সাহস ও সাধ্যানুযায়ী

উক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত মছজেদের সংস্কার করে, এবং উহার আছবাব উহার মেরামত কার্য্যে ব্যয় করে, যখন খোদার বান্দাগণ ঐ দিকে ভ্রমন করেন, ইহাতে নামাজ পড়িতে পারেন, বরং (নূতন) মছজেদ প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিধ্বস্ত মছজেদের সংস্কারে সওয়াবের পরিমাণ অধিকতর হইবে।

বাহরোর-রায়েকে আছে,—(এমাম) মোহম্মদ বলিয়াছেন, যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায় এবং উহার সংস্কার করার কোন উপায় না থাকে, ও লোকদের উহার প্রয়োজন হইতেছে না, তবে উহা অককারির অধিকার ভুক্ত হইবে (এমাম) আবু ইউছফ বলিয়াছেন, উহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মছজেদ থাকিবে, উহা উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না এবং উহা ও উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না। লোকে উহাতে নামাজ পড়ুন, আর নাই পড়ুন, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা হাবিল-কুদছিতে আছে।

শারাম্বালানী-'ছায়াদাতোছ-ছাজেদ' কেতাবে লিখিয়াছেন :—

فی یتیمة الدهر سئل علی بن احمد عن مسجد خرب و مات اهله و محلة اخری فيها مسجد هل لاهلها ان يصرفوا وجه المسجد الخراب الی هذا المسجد قال لا انتهی و اذا علمت هذا فما ذكره فی الدار و فتاوی قاضیخان من جواز نقل المسجد اذا خرب خلاف ما عليه الفتوی كما هو المذكور في الحاوی و خلاف الصحيح المذكور في خزانة المفتين و قد مشی الشيخ الامام محمد بن سراج الدين الحانوتي علی القول المفتی به من عدم نقل بناء المسجد اور علامۂ مختار بن زاهد نے مجتبی میں تصریح کی ہے کہ اکثر مشائخ حنفیہ فتوی عدم جواز نقل کا دیتے ہیں ◎

حررہ محمد عبد الحی عفا عنہ •

এতিমাতোদ্দাহর কেতাবে আছে, আলি বেনে আহমদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, একটী মছজেদ বিরাণ হইয়াগিয়াছে, উহার মুছল্লিগণ মরিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় পল্লীতে অন্য একটী মছজেদ আছে। তথাকার অধিবাসিদিগের পক্ষে বিরাণ মছজেদের মাল আছবাব এই মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কি? তিনি বলিলেন, না।

শারাম্বালালী বলিয়াছেন, যখন তুমি অবগত হইলে, তখন জান যে, যদি মছজেদ বিরাণ হইয়া যায়, তবে উহা স্থানান্তরিত করা জায়েজ হওয়ার মত যে দোরার ও কাজিখানে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত, যেরূপ হাবিতে বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহা ছহিহ মতের বিপরীত, যাহা খাজানাতোল-মূফ্‌তিনে উল্লিখিত হইয়াছে। শেখ এমাম মোহম্মদ বেনে ছেরাজুদ্দিন হানুতি মছজেদের এমারত স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ হওয়া এই ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের সমর্থন করিয়াছেন। আল্লামা মোখতার বেনে জাহেদ 'মোজতবা' কেতাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধিকাংশ হানাফী-ফকিহ স্থানান্তরিত করা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া থাকেন।

মোহম্মদ আবদুল হাই।

মৌলবি আবু ছইদ মোহম্মদ ও আবদুল মজিদ ছাহেবের ফৎওয়ার রদ।

মৌলবি আবু ছইদ ছাহেবের প্রশ্নের অনুবাদ;—

"এই মস্‌লা সম্বন্ধে কি বলেন আলেমগণ যে, কোন মছজেদকে কিম্বা উহার মাল আছবাবকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া এবং পুরাতন মছজেদের স্থানকে বিক্রয় করা এবং উহার মূল্য নূতন মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কি না? আপনারা বর্ণনা করিয়া ছওয়াব লাভ করুন।"

তাঁহার জওয়াব।

বিদ্বানগণের পক্ষে ইহা অজ্ঞাত নহে যে, উক্ত মছজেদ ও উহার মাল আছবাব অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা এবং উহার মূল্য অন্য মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ হইবে, যেরূপ ফকিহ এমাম মোজতাহেদগণ বলিয়াছেন এবং এই মতের উপর এছয়াফ কেতাবে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, মছজেদ এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বিরাণ হইয়া গিয়াছে, এবং লোকেরা তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, উহা (এমাম) আবু ইউছোফের মতে অকফকারির অধিকার ভুক্ত হইবে না, কাজেই কাজির অনুমতিতে উহার ভগ্ন বস্তু গুলি বিক্রয় করা হইবে এবং উহার মূল্য কোন মছজেদে ব্যয় করা হইবে। এইরূপ মছজেদের ঘাবের ব্যবস্থা হইবে।

আমাদের উত্তর ;—

মৌলবি আবু ছাইদের প্রশ্ন হইল, জেন্দা ও আবাদ মছজেদ এবং উহার আছবাব পত্র অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ কিনা? তিনি জওয়াবে বলেন, এমাম মোজতাহেদ ফকিহগণ উহা জায়েজ বলিয়াছেন, ইহা একেবারে মিথ্যা ও বাতীল কথা। আল্লাহতায়ালা মছজেদ বিরাণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং উহার জন্য দোজখের আজাব স্থির করিয়াছেন, কোন্ এমাম মোজতাহেদ ইহার বিরুদ্ধে ফৎওয়া দিতে পারেন? দিলেও উহা অগ্রাহ্য হইবে

তৎপরে তিনি এছয়াফ কেতাব হইতে যে দলীল আনিয়াছেন, উহা জেন্দা মছজেদের কথা নহে, উহা বিরানা মছজেদের ব্যবস্থা, এছয়াফে এমাম আবু ইউছুফের এক রেওয়াএতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে বিরান মছজেদ স্থানান্তরিত করার কথা নাই, কেবল উহার ভগ্ন বস্তুগুলি বিক্রয় করিয়া অন্য মছজেদে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কাজির অনুমতিতে, ইহাতে বুঝা যায় যে, শরিয়তের কাজির বিনা অনুমতিতে উহা জায়েজ হইবে না, কিন্তু ইহা যে ফৎওয়ার ও ছহিহ মতের বিপরীত, ফৎওয়া গ্রাহ্য ও ছহিহ মতে উহা জায়েজ নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। তৎপরে তিনি যে ঘাষের কথা লিখিয়াছেন, ঘাষের অর্থ—দুনইয়ার কোন কোন স্থলে বিছানার পরিবর্ত্তে ঘাষ বিছান হইয়া থাকে।

তৎপরে তিনি জয়লয়ি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মছজেদের ঘাষের প্রয়োজন না থাকিলে, এমাম মোহাম্মদের মতে উহা অকৃফকারির অধিকার-ভুক্ত হইবে এবং এমাম আবু ইউছফের মতে অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা হইবে। লেখক এই এবারতগুলি রদ্দোল-মোহতারের ৩।৫১৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বাহরোর-রায়েকের কথা লিখিয়াছেন, আবু ইউছফের ছহিহ মতে বিছানা ও ফানুশগুলি অকৃফকারির অধিকার ভুক্ত হইবে না, বরং মছজেদের মোতাওয়াল্লী উহা বিক্রয় করিয়া মছজেদে লাগাইবে। এস্থলে তিনি ফৎওয়ার বিপরীত মত লিখিয়াছেন, কারণ আল্লামা শামী উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

صرح في الخانية بان الفتوى على قول محمد قال في البحر
و به علم ان الفتوى على قول محمد في الآلات المسجد و على
قول ابي يوسف في تابيد المسجد اه و المراد بالآلات المسجد نحو
القناديل و الحصير بخلاف نقاضه لما قدمناه عنه قريبا من ان
الفتوى على ان المسجد لا يعود ميراثا و لا يجوز نقله و نقل ماله
الى مسجد آخر •

"কাজিখানে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, (ঘাষ ও চাটাই সম্বন্ধে) এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, ইহাতে জানা গেল যে, মছজেদের অসংলগ্ন বস্তুগুলি সম্বন্ধে এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে। মছজেদ চিরস্থায়ী থাকা সম্বন্ধে এমাম আবু ইউছফের মতের উপর ফৎওয়া হইবে। আল্লামা শামী বলেন, অসংলগ্ন বস্তুগুলির অর্থ ফানুশ ও বিছানা, পক্ষান্তরে মছজেদের ভগ্ন বস্তুগুলির ব্যবস্থা পৃথক, কেননা আমি ইতিপূর্ব্বে তাহা হইতে উল্লেখ করিয়াছি যে, ফৎওয়ার মত এই যে, মছজেদ উত্তরাধিকারিত্বে পরিণত হইবে না এবং উহা ও উহার আছবাব পত্র অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মৌলবি আবু ছাইদ ছাহেবের দাবির অনুরূপ দলীল নহে, তাঁহার দাবি কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

তৎপরে তিনি এছয়াফ হইতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, দোর্রোল-মোখতার হইতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, শামী, ৩।৫১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহাতে তাহার দাবির কোন দলীল নাই।

ইহা ত গেল, মৌলবি আবু ছাইদ ছাহেবের লিখিত এবারতের প্রতিবাদ, কিন্তু তিনি উক্ত পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠায় উত্তরে লিখিতেছেন, মছজিদ কোন কারণ বশতঃ স্থানান্তরিত করা ও উক্ত মছজিদে নামাজ পড়া জায়েজ ও সিদ্ধ আছে।—যথা, মছজিদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পচা দুর্গন্ধ বা কাদা গলিত, যাতায়াতের অসুবিধা ও দুস্কর ও মসজিদ বিরান হওয়া বশতঃ দ্বিতীয় স্থানে মছজিদ নির্ম্মান করাতে ও যায়গা ছাড়িয়া লোক

স্থানান্তরে যাওয়াতে ও যায়গা সঙ্কুলান না হওয়াতে জনসাধারণের সুবিধা জনক স্থানে মছজিদ স্থানান্তরিত করা জায়েজ।"

আমাদের উত্তর ;—

লেখকের দাবিকৃত কোন কেতাবে এইরূপ লিখিত নাই যে, মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পচা দুর্গন্ধ বা কাদা গলিত হইলে বা যাতায়াতের অসুবিধা ও দুষ্কর হইলে, জেন্দা মছজেদ শহীদ করিয়া স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে, লেখক কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহার কোন দলীল পেশ করিতে পারিবেন না। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান দুর্গন্ধময় ও কর্দ্দমাক্ত হইলে বা পথের অসুবিধা হইলে, মছজেদের স্থানান্তরিত করার কারণ হয়, তবে পূর্ব্ব বঙ্গে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ হাজার মছজেদের এইরূপ অবস্থা প্রত্যেক বৎসরে ছয়মাস কাল থাকে, সেই ছয়মাসে নির্ব্বিঘ্নে কোন স্থান পাওয়া কঠিন, সেই ত্রিশ চল্লিশ হাজার মছজেদের কি অবস্থা হইবে? মক্কাশরিফ ও আরফাতে দুনইয়া বাসিদের যাতায়াতের যেরূপ অসুবিধা, তাহা সকলেই অবগত আছেন, এই ছুতা ধরিয়া কি কা'বাগৃহকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে?

তৎপরে তিনি (১) নং হইতে (২) নং পর্য্যন্ত বাহরোর-রায়েকের যে রেওয়াএত লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার লিখিত কোন্ এবারতের অনুবাদ? যদি তিনি অনুবাদে জাল না করিয়া থাকেন, তবে ওলামা সম্প্রদায়কে ইহার অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

তিনি বাহরোর-রায়েক লিখিয়া উহার পশ্চাতে যে এবারত লিখিয়াছেন, উহাতে এতটুকু আছে, আবু ইউছফের ছহিহ মতে (বিরানা মছজেদের) বিছানা ও ফানুশগুলি মছজিদ প্রস্তুতকারীর অধিকার ভুক্ত হইবে না, বরং অন্য মছজেদে স্থানান্তরিত করা হইবে, কিম্বা মছজেদের মোতাওয়াল্লি মছজেদের জন্য উহা বিক্রয় করিবে।

তৎপরে তিনি তফছিরে আহমদী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, জামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে, একটী মছজেদ উহার অধিবাসিদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল এবং তাহাদের পক্ষে উহা বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয়, ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল যে, তোমরা আমাকে মছজিদটী প্রদান কর, এমনকি আমি

উহা আমার বাড়ীর মধ্যে শামিল করিয়া লইব এবং আমার গৃহের অন্য পার্শ্ব হইতে এরূপ একটী স্থান প্রদান করিব—যাহা তাহাদের পক্ষে সঙ্কুলান হইতে পারে, ইহা তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট হইবে। তাহাদিগকে উহা প্রদান করা উচিত নহে, যতক্ষণ (না) তাহারা একটী মছজেদ প্রস্তুত করিয়া লন, ইহাতে এই মছজেদের দ্বারা মুছলমানদিগের উক্ত মছজেদের প্রয়োজন রহিত হইয়া যায়, এক্ষেত্রে উক্ত মছজেদ ত্যাগ করাতে দোষ নাই।"

আমাদের উত্তর :—

মেয়োল-ফাতাওয়ার এই ব্যবস্থাদাতা কে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। বাউটকামারির বাহাছের ২৪ পৃষ্ঠায় মছতুরুল-হাল (অপরিচিত লোকের) ফৎওয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ফাতাওয়ার কেতাবে অনেক ছহিহ ও গর ছহিহ মত লেখা থাকে, উহা দেখিয়াই ফৎওয়া দেওয়া মুফতিদিগের কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফে বলিয়াছেন :—

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها (الى) لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم ⊚

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে (জেকের ও এবাদত করিতে) নিষেধ করে এবং উহা বিরান করার চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে ? (শেষ)... তাহাদের জন্য দুনইয়াতে লাঞ্ছনা ও আখেরাতে মহা আজাব আছে।"

আর আমি ইতিপূর্ব্বে তফছিরে-জালালাএনের ১৫ পৃষ্ঠা ; বয়জবির ১।১৮২ পৃষ্ঠা, হাশিয়ায়-জোমালের ১।৯৭ পৃষ্ঠা, ছেরাজোল-মনিরের ১।২৩০ পৃষ্ঠা, রুহোল-মায়ানির ১।১৪২ পৃষ্ঠা, হাশিয়ায় শেখ জাদার ১।৩৯৪ পৃষ্ঠা, তাজোত্তাফাছিরের ২৩ পৃষ্ঠা, মাদারেকের ১।৫৫ পৃষ্ঠা, বাহারোল-মুহিতের ১।৩৫৮ পৃষ্ঠা, ফৎহোল-বায়ানের ১।১৬৬ পৃষ্ঠা, আহকামোল-কোরআনের ১।১৫ পৃষ্ঠা ও বায়ানোল কোরআনের ১।৫৫ পৃষ্ঠা হইতে প্রমাণ করিয়াছি যে, কোন মছজিদকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিলেও উহা বিরান করা হয়।

খোলাছাতোত্তাফাছির, ১৭০৬ পৃষ্ঠা ;—

اور خرابي عام ہے الہدام اور الحاد سے ہو یا بوجہ ترک نماز و آذان و جماعت یا کسی اور طرح سے اور یہ سب امور معلوم ہیں

"বিরান হওয়া কয়েক প্রকারে হইতে পারে, প্রথম ভাঙ্গিয়া পড়া ও তাব নষ্ট হওয়া, দ্বিতীয় নামাজ, আজান ও জামায়াত ত্যাগ করা, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হউক. এই সমস্ত কার্য্যই নিষিদ্ধ।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, একটী লোকের অনুরোধে অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিয়া প্রথম মছজেদ কোন লোককে প্রদান করিলে, উহা বিরাণ করা হইবে। আর আল্লাহতায়ালার মছজেদ বিরাণ করা হারাম, এই কোরআনের স্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে জামেয়োল-ফাতাওয়ার একটী অজ্ঞাত নামা লোকের ফৎওয়া দলীল রূপে পেশ করা কি খোদা পরস্ত আলেমের উচিত ?

আরও আমি ইতিপূর্ব্বে তফছিরে কবির, এবনো জরির, নায়ছাপুরী, মোজহারি, আহকামোল কোরআনায়ালেম, খাজেন ইত্যাদি হইতে প্রমাণ করিয়াছি যে, অধিকাংশ তফছির কারকের মতে যে নূতন মছজেদ দ্বারা অন্য মছজেদের ক্ষতি সাধিত হয়, উহা মছজেদে জেরার। আরও মায়ালেম, খাজেন ও আহমদী ইত্যাদিতে লিখিত আছে, হজরত ওমার (রাঃ) এক মছজেদের ক্ষতিকর হয় এইরূপ অন্য মছজেদ প্রস্তুত করা নাজায়েজ বলিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার এই হুকুমের বিপরীত জামেয়োল-ফাতাওয়ার মত কিরূপে গ্রহণীয় হইবে ?

আরও আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, এমাম আজম ও এমাম আবু ইউছফের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে মছজেদ বিরানা হইয়া গেলেও কেয়ামত পর্য্যন্ত মছজেদ থাকিয়া যাইবে, উহাতে হস্তক্ষেপ করা ও উহা স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না। কাজেই জেন্দা মছজেদ শহীদ করিয়া অন্যের অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া কিরূপে তাঁহার মতে জায়েজ হইবে ?

আলমগিরি, ২।৪৪৪ পৃষ্ঠা ;—

و لو كان مسجد في محلة ضاق على اهله و لا يسعهم ان يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران ان يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره و يعطيهم مكانا عوضا ما هو خير له يسع فيه اهل المحلة قال محمد رحمه الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الذخيرة ●

"যদি কোন মহাল্লাতে এরূপ একটী মছজেদ থাকে যে, তথাকার অধিবাসিদিগের পক্ষে উহাতে স্থান সঙ্কুলান না হয় এবং তাহারা উক্ত মছজেদের আয়তন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম না হয়, এইহেতু কোন প্রতিবেশী তাহাদের নিকট আবেদন করে যে, তাহারা যেন উক্ত মছজেদটী তাহার অধিকার ভুক্ত করিয়া দেয়—যাহাতে সে ব্যক্তি উহা আপন বাটীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে এবং তৎপরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি তাহাদিগকে তদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিবে, তন্মধ্যে মহাল্লাবাসিদিগের স্থান সঙ্কুলান হইবে। এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা তাহাদের পক্ষে জায়েজ হইবে না। এইরূপ জখিরা কেতাবে আছে। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, আল্লাহ-তায়ালার মছজেদ বিরাণ করা যেরূপ কোরান শরিফে হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের মজহাবের তিন এমামের মতে হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই জামেয়োল-ফাতাওয়ার অজ্ঞাত নামা লোকের ফৎওয়া কোরান ও এমামগণের মতের বিপরীত বাতীল প্রমাণিত হইল।

আল্লামা শেহাবদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুছি তফছিরে-রুহোল-মায়ানি'র ৩।২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ছুরা তওবার ৫ রুকুর আয়তে আছে;—

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله ⊚

"তাহারা (য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা) খোদাকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান্ ও তাপশগণকে 'রব' স্থির করিয়াছিল।" ইহার অর্থ এই যে, তাহারা বিদ্বান্ ও তাপসগণের তাবেয়ি করিয়া আল্লাহতায়ালা যাহা হালাল করিয়াছেন, তাহা হারাম জানিত এবং যাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছিলেন, তাহা হালাল জানিত। হজরত নবি (ছাঃ) হইতে এইরূপ তফছির উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়ত অনেক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে, যাহারা নিজের বিদ্বান্ ও নেতাদিগের কথার জন্য আল্লাহতায়ালার কোরান ও নবি (ছাঃ)এর হাদিছ ত্যাগ করিয়া থাকে। সত্য মতের তাবেদারি কথা সমধিক উপযুক্ত। যখনই উহা প্রকাশিত হয়, মুছলমানের উপর উহার অনুসরণ করা ওয়াজেব যদিও নিজ এমামের এজতেহাদ উহাতে ভুল করিয়া থাকে।"

মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী ছাহেব বায়ানোল-কোরানের ৪।১১০ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন ;—

"য়িহুদী ও নাছারাগণ খোদার তাবেদারির তওহিদ ত্যাগ করিয়া তাবেদারির হিসাবে নিজেদের বিদ্বান্ ও পীরগণকে 'রব' বানাইয়াছিল, হালাল ও হারাম করা সম্বন্ধে খোদার তাবেদারির তুল্য তাহাদের তাবেদারি করিত, খোদার আদেশ অপেক্ষা তাহাদের কথাকে বলবৎ স্থির করিত। এইরূপ তাবেদারি করা সম্পূর্ণ (গয়রোল্লাহর) এবাদত হইবে।"

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী সাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজির ১।২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে ইহা হালাল হইবে না, যতক্ষণ (না) উহার দলীল কোরান, হাদিছ, এজমা ও স্পষ্ট কেয়াছ হইতে অবগত হইতে পারে। এমাম আজমের প্রবর্ত্তিত নিয়ম এই যে, চারিটী দলীল হইতে ফেকাহ্ গ্রহণ করিতে হইবে, প্রথম আল্লাহতায়ালার কোরান, দ্বিতীয় নবি (ছাঃ এর হাদিছ, তৃতীয় এক জামানার মোজতাহেদগণের এজমা ও চতুর্থ কেয়াছ, যে স্থলে কোরান ও হাদিছের প্রমাণ না থাকে। যে ব্যবস্থা কোরান ও হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, উহা কোরান ও হাদীছ ব্যতীত অন্য দলীল দ্বারা মনছুখ হইতে পারে না। কোরান ও হাদিছের বিপরীত এজমা ও কেয়াছ বাতীল। নবি (ছাঃ)এর জামানার পরে মনছুখ হওয়া জায়েজ হইতে পারে না। মোজতাহেদ কখন ভুল করেন এবং কখন প্রকৃত ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। যখন তাহার ভ্রম প্রকাশ হইয়া পড়ে, উক্ত ভ্রান্তি মূলক মতে তাঁহার তকলিদ করা হারাম। ইহাই এমাম আজমের মূল নীতি। এক্ষণে তুমি জানিয়া রাখ যে, এমাম আজম, তাঁহার শিষ্যদ্বয়, এমাম মালেক, শাফেয়ি, ও এমাম আহমদের নিকট ছহিহ ছহিহ হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) নামাজে আত্তাহিয়াতো পাঠ কালে অঙ্গুলীর ইশারা করিতেন এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ ও হাদিছের তাবেদারগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইশারা নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে কোন আয়ত ও হাদিছ সাব্যস্ত হয় নাই। কতকলোক হাদিছ ও এমামগণের কথা অবগত হইতে না পারিয়া কেয়াছ দ্বারা উহা নিষেধ করিয়াছেন, কোরান ও হাদিছের

প্রমাণে নহে, কোরান ও হাদিছের বিপরীত এজমা ও কেয়াছ বাতীল। সে ব্যক্তি (এই ফৎওয়াতে) ভুল করিয়াছেন, তাহার এই ভ্রমের তকলিদ করা হারাম।" ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ফেকৃহের কেতাবের সকল কথা এমাম ছাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণের মত নহে, পরবর্তী অনেক ফকিহর কথা উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'এনছাফ' কেতাবের ৮৭।৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আমি তাহাদের কোন লোককে এইরূপ দেখিয়াছি; যে, সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, যে সমস্ত লম্বা লম্বা শরাহ ও মোটা মোটা ফৎওয়ার কেতাব পাওয়া যায়, তৎসমস্ত আবুহানিফা ও তাঁহার দুই শিষ্যের কথা কিন্তু সে ব্যক্তি যাহা প্রকৃত এমামগণের কথা এবং যাহা এমামগণের কথা হইতে অন্যেরা বাহির করিয়াছেন, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না। আর ফকিহগণের এই কথার অর্থ বুঝিতে পারে না যে, ইহা কারখির তাখরিজ অনুসারে এবং ইহা তাহাবীর তখরিজ অনুসারে কথিত হইয়াছে। আর সে ব্যক্তি ফকিহগণের এতদুভয়ের কথার মধ্যে প্রভেদ করিতে জানে না যে; আবু হানিফা এইরূপ বলিয়াছেন এবং আবু হানিফার কথা অনুসারে মছলার এইরূপ জওয়াব হইবে। এবনোল হোমাম ও এবনোন্নজিমের ন্যায় বিচক্ষণ হানাফিগণ দহদরদহ, তায়াম্মমের জন্য পানির এক মাইল দূরে থাকার শর্ত্ত ইত্যাদি মছলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা আছহাবগণের তখরিজাৎ, ইহা প্রকৃত পক্ষে মজহাবের কথা নহে, এই দিকে লক্ষ্য করে না।"

উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, ফাতাওয়ার কেতাবের প্রত্যেক কথা এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যগণের মত নহে।

মাযালেছোল-আবরার, ২৪০ পৃষ্ঠা ;—

"যদি কোন ফেকৃহের মছলা উল্লিখিত হয়, তবে উহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। যদি উহার মূল (দলীল) কোরআন, হাদিছ ও এজমা হইতে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হয়, তবে উহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আর যদি উহার দলীল প্রকাশিত না হয়, বরং উহা এজতেহাদি মছলা হয়।

এক্ষেত্রে যদি উহার বর্ণনাকারি মোজতাহেদ হয়েন; তবে যে ব্যক্তি তাঁহার মোকাল্লেদ হয়, তাহার পক্ষে উক্ত মোজতাহেদের অবেদারি করা ওয়াজেব হইবে এবং তাঁহার নিকট দলীল তলব করা লাজেম হইবে না, কেননা মোজতাহেদের কথা তাহার পক্ষে দলীল হইবে। আর যদি উহার বর্ণনাকারি মোজতাহেদ না হয়েন, বরং মোকোল্লেদ হয়েন; এক্ষেত্রে যদি তিনি কোন মোজতাহেদ হইতে উহা উল্লেখ করেন এবং তাহা হইতে উহা উল্লিখিত হওয়া সপ্রমাণ করেন, তবে উহাতেও তাবেদা'রি করা লাজেম হইবে। আর যদি তিনি উহা কোন মোজতাহেদ হইতে উল্লেখ না করেন, বরং নিজের পক্ষ হইতে, কিম্বা অন্য মোকাল্লেদ হইতে, অথবা কাহারও নাম না লইয়া সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেন, এক্ষেত্রে যদি উহা সম্বন্ধে শরিয়ত সঙ্গত দলীল বর্ণনা করেন, তবে এই অবস্থাতে কোন আপত্তি নাই। আর যদি তিনি দলীল উল্লেখ না করেন, তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি তাহার কথা—অছুল (কোরান হাদিছ, এজমা,) ও বিশ্বাস যোগ্য কেতাব গুলির মোয়াফেক হয়, এবং উহাতে কোন মতভেদ না হয়, তবে উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে। কিন্তু আমলকারীর পক্ষে তকলীদের স্থানে দণ্ডায়মান না থাকা উচিত, বরং তাঁহার উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহারই নিকট হইতে দলীল তলব করিবে। আর যদি তাঁহার কথা অছুল (কোরান, হাদিছ ও এজমা) ও বিশ্বাস যোগ্য কেতাবগুলির বিপরীত হয়, তবে তাঁহার কথার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হইবে না, কেননা বিদ্বান্‌গণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে কথার ছহিহ হওয়া অবগত না হওয়া যায়—যদিও উহার বাতীল হওয়া অবগত না হওয়া যায়, তবু উহার উপর আমল করা জায়েজ নহে। আর যে বিষয়ের বাতীল হওয়া অবগত হওয়া যায়, উহার প্রতিও আমল করা জায়েজ হইবেই না।"

স্বয়ং তফছিরে-আহমদী প্রণেতা উহার পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, তফছিরে-আহমদীতে জামেয়োল-ফাতাওয়া হইতে যে অজ্ঞাত নামা কোন লোকের রেওয়াএত লেখা হইয়াছে, উহা কোরান ও আমাদের মজহাবের তিন এমামের মতের খেলাফ মত, কাজেই উহা বাতীল হইবে।

তৎপরে তফছিরে-আহমদীতে কিনইয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি বিরাণ হইয়া গিয়া থাকে, লোকেরা উহাতে নামাজ পড়া ত্যাগ করিয়া থাকে এবং লোকদিগের উহাতে প্রয়োজন না থাকে, তবে উহার জীবিত প্রস্তুত কারির কিম্বা মৃত হইলে, তাহার ওয়ারেছের অধিকার ভুক্ত হইবে, ইহা এমাম আবু হানিফা ও মোহম্মদ (র)র মত।

তদুত্তরে আমরা বলি, তনবিরোল-আবছারে আছে ;

ولو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام و الثانى و به يفتى ◉

"যদি মছজেদের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বিরাণ হইয়া যায় এবং উহার প্রয়োজন না থাকে, তবে এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছফের নিকট উহা চিরস্থায়ী মছজেদ থাকিবে, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।"

আর রদ্দোল-মোহতারের ১।৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

لا يجوز الافتاء (الى) لنقل الاقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدى ◉

"জইফ মতগুলি বর্ণনা করার জন্য জাহেদীর কিনইয়া কেতাবের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না।"

পাঠক, তনবিরোল-আবছারে আছে, এমাম আবু হানিফা (রঃ)র মতে বিরানা মছজেদ চিরকাল মছজেদ থাকিবে, আর কিনইয়ার রেওয়াএতে ইহার বিপরীত মত লিখিত আছে, কাজেই কিনইয়ার মত বাতীল।

আর উহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত কাজেই উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

তৃতীয় উহা জেন্দা মছজেদ শহীদ করার কথা নহে। কাজেই লেখকের পক্ষে জেন্দা মছজেদ শহীদ করিয়া স্থানান্তরিত করার দলীল রূপে প্রকাশ করা সত্যকে পদদলিত করা নহে কি ?•

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৭	তাকব্রিকান	তাফরিকান
৯	৭।১২	আবুবকর এবং - আজ্জিজের	আবুবকর - আজিজ্জের
১০	১৩	يعفره	يعضره
১৯	১৮	দলিল	হওয়ার দলীল
"	"	হেক-ষ্টন	কেহ
২৩	১৪।২৪	নর্ম্মম - আজ্জিজ	নির্ম্মম - অজ্জিজ
৩১	২২	কারাতুল্লাহতে	কাবাতুল্লাহতে
৪১	১০	জায়েম	জয়েন
৪২	১১	আত	আত্ম
৪৬	২১	বরাণ	বিরাণ
৪৭	১৭	الداو	الدرر
৫৪	২০	তাবেরি	তাবেদারি

ভারতের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুছান্নিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন ফখরুল মোহাদ্দেছিন শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্ সুফি আলহাজ্জ হজরত

আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ) ওফাৎ স্বরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে
মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

* আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি *

* পথ নির্দ্দেশ *

বাসযোগে ঃ- কলিকাতা ধর্ম্মতলা হইতে বশিরহাট টাকি হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস ও ডিলাক্স বাস যোগে এবং ৭৯ অথবা ৭৯সি-তে শ্যামবাজার হইতে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে —শিয়ালদহ হাসনাবাদ লাইনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী। (শোনপুকুর ধার)